সংক্ষিপ্ত
ফকির ও মাযার থেকে সাবধান!
সিয়াম প্রকাশনী
হাফেয মাওঃ হোসেন বিন সোহ্‌রাব
(অনার্স হাদীস)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, সঊদী আরব

(সংক্ষিপ্ত)

ফকির ও মাযার থেকে সাবধান !

হাফেয মাওলানা হোসেন বিন সোহরাব
(অনার্স, হাদীস)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা,
সউদী আরব

Morshed-01
প্রকাশনায় ঃ সিয়াম প্রকাশনী
৩৭. জিন্দাবাহার, ২য় গলি,
ঢাকা-১১০০।

গ্রন্থসত্ত্ব ঃ প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
শা'বান, ১৪১৯ হিজরী
নভেম্বর-১৯৯৮ ইং।

প্রকাশক ঃ আ. ন. ম. আঃ হান্নান ভূঁঞা।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ঃ মোঃ আব্দুর রহিম ভূঁঞা।

অক্ষর বিন্যাস ঃ তাওহীদ কম্পিউটার্স এন্ড পাবলিশার্স
৯০ হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, ঢাকা।

মূল্যঃ ৪৫.০০ টাকা

FAKIR O MAJAR THEKE SABDHAN
(A PREVENTIVE LITTERATURE AGAINST SHIRK AND BIDAT.)
BY HAFIZ MAOLANA HOSSAIN BIN SOHRAB
PRICE- US $: 5.00
PUBLISHED BY SIYAM PROKASHANI
37, ZINDABAHAR, 2ND LANE.
DHAKA- 1100, BANGLADESH.

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। দূরূদ ও সালাম পেশ করছি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্যে।

আমার সংক্ষিপ্ত **ফকীর ও মাযার থেকে সাবধান** গ্রন্থখানি এ দেশের মুসলমানগণের খিদমাতে ফকীরী ও মাযার পূজা বিষয়টি যথাযথ মূল্যায়ণের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। গ্রন্থখানি মোট তিনখন্ডে রচিত। এ গ্রন্থে আমি ফকীর ও মাযারের সত্যিকার কোন ভিত্তি পবিত্র দ্বীন ইসলামে আছে কি নেই তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। গ্রন্থখানি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, মুসলমানগণ এ বিষয়টি সম্পর্কে প্রচন্ড আগ্রহী। এ গ্রন্থ রচনার জন্য আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহীহ্ হাদীসসমুহ অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু একটাও সমর্থন সূচক বক্তব্য পাইনি। পরিণামে দেখতে পেয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ফকিরী এবং মাযার পূজা থেকে সাবধান থাকারই নির্দেশ দান করেছেন।

গ্রন্থখানি **সিয়াম প্রকাশনী** বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এতে আমি আনন্দিত। আমি গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। আল্লাহ্ সহায় হোন।

হাফেজ মাওলানা হুসাইন বিন সোহরাব

৩৮, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা।

সূচী পত্র

১। ভন্ড ফকির	৫
২। নবী ও অলীগণ গায়েব জানেন না	১০
৩। মাযার ও কবরে পার্থক্য	১৬
৪। মৃত ব্যক্তি কারো কোন সাহায্য করতে পারে না	২০
৫। নবী হোক আর অলী হোক সবারই মৃত্যু হয়	২৭
৬। কবর যিয়ারাত কিভাবে করতে হবে	২৮
৭। কবরকে মসজিদ বানানো যাবে না	৩৪
৮। কবরবাসী আমাদের আহ্বান শুনতে পান না	৩৯
৯। কবরসমূহ পাকা করার মর্মে ইমামগণের অভিমত	৪৭
১০। আলিম ও ফকীর দরবেশের মধ্যে পার্থক্য	৪৯
১১। পীর ও অলীগণ কেমন সম্মান পেতে পারেন	৫৪
১২। ফকির ও মুরীদের বিদ'আত	৬০

ভণ্ড ফকির

"যেদিন তাদের সবাইকে একত্রিত করা হবে, তারপর ফেরেশতাদেরকে বলা হবে এরাই কি সেই দল যারা তোমাদের পূজা করত? তারা বলবে, পবিত্র মহান আপনি। আপনিই আমাদের পরিচালক, আমরা আপনার দিকেই নিবিষ্ট রয়েছি, তাদের দিকে না, বরং তারা জ্বীনদেরই পূজা করতো। তারা বেশীরভাগ তাদের উপরেই ঈমান রাখতো। সুতরাং আজকে আর তাদের মধ্যে কেউ কারো লাভ লোকসানের কিছুমাত্র মালিক নয়। আর আমি সেই জালিমদের বলব, তোমরা সেই জাহান্নামের শাস্তিই ভোগ করতে যাক, যাকে তোমরা মিথ্যা জানতে।" (সূরা ঃ সাবা-৪০-৪২)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, মানুষ জ্বীনের সাহায্যে লাভ লোকসান, উপকার ও অপকার করতে পারে। মানুষ জ্বীনদের পূজা করে থাকে ও তাদের ওলী হিসেবে মেনে নিয়ে বিভিন্ন রকমের কেরামতি শিখে। তাদের কাছে গায়েবী খবর শুনে নিয়ে মানুষদের শুনায়, যাতে মানুষ তাদেরকে সত্যিকার আল্লাহ তা'আলার ওলী হিসেবে মেনে নিতে পারে এবং সেই আসল দাতা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের কাছেই প্রার্থনা করে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব কার উপরে শয়তান অবতরণ করে? প্রত্যেকটি গুনাহগারের উপরই শয়তান অবতরণ করে, যা কিছু শোনে তাই নিয়ে এসে ঢেলে দেয়, আর সেগুলোর মধ্যে বেশীর ভাগই মিথ্যাবাদী।

(সূরা ঃ শু'আরা-২২২-২২৩)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে, যখন আল্লাহ তা'আলার ফিরিশতাগণ আকাশে সেই প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে দুনিয়াতে কখন কি হবে জানতে পারেন এবং একে অপরকে এই সংবাদ বলে থাকেন তখন শয়তান অতি গোপনে সেসমস্ত সংবাদ শুনে ভণ্ড পীর-ফকীরদের জানিয়ে দেয়। এই সুযোগে ভণ্ড ফকিররা সে সমস্ত সংবাদ

মানুষদের বলে এবং পরে যখন মানুষের কাছে সত্য প্রমাণিত হয়, তখন তারা ঐ সমস্ত ফকীরদের সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে নেয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

আর সেটাকে শয়তান মরার যন্ত্র হিসেবে বানিয়েছি। আর তাদের জন্য আমি জ্বলন্ত আগুনের সাযা তৈরী করেছি। (সূরাঃ মুল্‌ক)

অর্থাৎ তারকাগুলো শয়তানকে মারার যন্ত্র হিসেবে আল্লাহ তা'আলা বানিয়েছেন। কারণ যখন ফিরিশতাগণ আকাশের উপর দুনিয়াতে কখন কি হবে সেই নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন তখন শয়তান চুপে চুপে সে সমস্ত খবর শুনতে থাকে। যখনই ফেরেশতাগণ শয়তানের উপস্থিতি জানতে পারেন তখনই তাদের উপর তারকা নিক্ষেপ করেন।

এটা জরুরী নয় যে, নক্ষত্ররাজি আকাশের গায়ে অথবা তার উপরে সংযুক্ত থাকবে, বরং নক্ষত্ররাজি আকাশের বহু নীচে মহাশূন্যে থাকা অবস্থায়ও এই আলোকসজ্জা হতে পারে। আধুনিক গবেষণায় এটাই প্রমাণ হচ্ছে। নক্ষত্ররাজিকে শয়তান বিতাড়িত করার জন্য অঙ্গার করে দেয়ার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, নক্ষত্ররাজি থেকে কোন আগ্নেয় উপাদান শয়তানের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং নক্ষত্ররাজি স্বস্থানেই থেকে যায়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, সংবাদসমূহ চুরি করার জন্যে শয়তান যখন আকাশের দিকে আরোহণ করে, তখন তাদেরকে নক্ষত্ররাজি পর্যন্ত পৌঁছার আগেই বিতাড়িত করে দেয়া হয়।

এই ব্যাপারে হাদীস থেকে যা প্রমাণিত হয় ঃ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, তারা এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে বসেছিলেন। হঠাৎ একটি তারকা পড়ে গেল এবং আগুনের ন্যায় জ্বলে উঠল। তা দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, এমনভাবে যখন তারা পড়ে তখন তোমরা কি বল ? উত্তরে তারা বললেন, আমরা বলে থাকি, আজ রাতে একজন নেক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেছেন অথবা মৃত্যুবরণ করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, আকাশের

তারকা কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে বিক্ষিপ্ত হয় না বরং আল্লাহ যখন কোন কাজ করেন তখন আরশ বহনকারী ফিরিশতাগণ আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করেন। সাথে সাথে নীচের অন্যান্য আকাশবাসীরাও আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করেন। এমনকি শেষ আকাশের ফিরিশতাগণও তাঁর তাসবীহ পাঠ করেন। তৎপর আরশ বহনকারী ফিরিশতাগণকে তাদের নিকটস্থ ফিরিশতাগণ জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদের প্রভু কি বলেছেন ? তখন তারা তাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়। এমনিভাবে আকাশবাসীরা একে অন্যের কাছে জানতে পারে, এমনকি এ সংবাদ শেষ আকাশবাসীদের নিকট পৌঁছে। অতঃপর জ্বীন জাতি অতি গোপনে তা শুনে এবং ঐ সমস্ত পীর ফকিরদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। সুতরাং যে সংবাদটুকু তারা জ্বীনদের কাছে সংগ্রহ করে তা সত্য, কিন্তু তারা তার সাথে মিথ্যা বলে এবং অধিক বাড়িয়ে বলে। (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বললেন, কিছুই নয়, (অর্থাৎ তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, মিথ্যা)। লোকজন বলল, হে আল্লাহর রসূল ! তারা কোন কোন সময় এমন কথা বলে যা সত্য হয়ে যায়, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঐ কথাটি আল্লাহর তরফ থেকে পাওয়া। জ্বীন তা তড়িৎ গতিতে শুনে নেয় এবং তার বন্ধু গণকের কানে তুলে দেয়, অতঃপর গণক ঐ কথাটির সাথে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রকাশ করে। (বুখারী)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন ঃ

যারা গণক অথবা ভবিষ্যদ্বক্তাদের নিকট গিয়ে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, তারা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআনকে অস্বীকার করল। (আহমদ)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"এই অজ্ঞ লোকগুলো জ্বীনকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছে অথচ

ঐগুলোকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ঃ আনআম-১০০)

এরাতো প্রকৃতপক্ষে শয়তানেরই পূজা করছে। এরা শয়তানদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছে, অথচ তাদেরকেও এ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তারা আল্লাহর সাথে তাঁরই মাখলূক বা সৃষ্টকে কি করে পূজা করছে ! যে শয়তানকে আল্লাহ করুণা হতে দূরে নিক্ষেপ করেছেন, এবং সে শয়তানই আল্লাহকে বলেছিল–আমি অবশ্যই আপনার বান্দাগণকে পথভ্রষ্ট করবো এবং তাদের বৃথা আশ্বাস প্রদান করবো, অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে গিয়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে নিশ্চয় প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিপতিত হবে।

নিশ্চয় তারা কাফির হয়ে গিয়েছিল লাতকে আহ্বান করে যদিও লাত ছিল একজন সৎ লোক। তারা তাকে আল্লাহর ছেলেও বলেনি বরং শুধু আহ্বান করেছিল তাতেই তারা কাফির হয়ে গেল। তেমনিভাবে যারা জ্বীনদের পূজা করে কাফির হয়েছে তারাও তাদেরকে আল্লাহর ছেলে বলেনি।

এ সমস্ত আয়াতে কারীমা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফকীর-ওলীদের গায়েবী বলা ও কেরামতি দেখানো আশ্চর্যের কিছু নয় এবং যারা ঐ সমস্ত কেরামতি দেখে ও গায়েবী সংবাদ শুনে তাদেরকে সত্যিকার আল্লাহ তা'আলার ওলী হিসেবে মেনে নেয় তারাই বিপথগামী, পথভ্রষ্ট। তাছাড়া ঐ সমস্ত ফকীররা শয়তানের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম যাদু শিক্ষা করে মানুষের কাছে আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দা হিসেবে পরিচিত হতে চায়। যা নিম্নলিখিত আয়াত থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় ঃ

কিন্তু শয়তানেরা লোকদিগকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে কুফরী করল।
(সূরা ঃ বাকারা -১০২)

মূসা (আঃ)-এর যুগে যাদুকরদের উপস্থিতি কুরআন মাজীদ দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে।

তাফসীর ইবনু কাসীরে উল্লেখ আছে, ইবনু জুরাইজ (রাঃ) বলেন, কাফির ছাড়া আর কেউ যাদু বিদ্যা শিক্ষা করার দুঃসাহস রাখতে পারেনা।

ইমাম আহমদ (রাঃ) ও পূর্ব যুগীয় মনীষীদের একটি দল যাদু বিদ্যা শিক্ষার্থীকে কাফির বলেছেন। কেউ কেউ কাফির তো বলেন না, কিন্তু বলেন যে, যাদুকরকে হত্যা করাই হচ্ছে তার উপযুক্ত শাস্তি।

ওমর (রাঃ) তাঁর এক নির্দেশ নামায় লিখেছিলেন ঃ "যাদুকর পুরুষ বা স্ত্রীকে তোমরা হত্যা কর।" এ নির্দেশ অনুযায়ী তিনজন যাদুকরকে হত্যা করা হয়েছিল।

তিরমিযী থেকে প্রমাণিত হয়, *রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যাদুকরের শাস্তি তরবারী দ্বারা হত্যা করা।*

যারা যাদু শিক্ষা করে ও ওটা ব্যবহার করে তাদেরকে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) কাফির বলেছেন, এবং যারা ওর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সেটাকে উপকারী মনে করে তারাও কাফির। কখনও তো মানুষ যাদু শক্তির দ্বারা শরীয়ত অনুযায়ী পুণ্যের কাজ করে থাকে। শরীয়তের পরিভাষায় একে কেরামত বলে, যাদু বলে না। আবার কখনও মানুষ এ শক্তি দ্বারা বাতিল ও শরীয়ত-পরিপন্থী কাজ করে থাকে এবং দ্বীন হতে বহু দূরে সরে পড়ে। এ রকম লোকের এ অলৌকিক কার্যাবলী দেখে প্রতারিত হয়ে তাকে ওলী বলা কারও উচিত নয়। কেননা, যারা শরীয়তের উল্টো কাজ করে তারা কখনও আল্লাহর ওলী হতে পারে না। তা না হলে সহীহ হাদীসসমূহে দাজ্জালকে অভিশপ্ত বলা হতো না। অথচ দাজ্জাল বহু অলৌকিক কাজ করে দেখাবে। সেটাকে মোহ মন্ত্র ও প্রেতাত্মার যাদুও বলা হয়। আরবী ভাষায় "সিহর" বা যাদু প্রত্যেক ঐ জিনিষকে বলা হয়, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল এবং যার কারণসমূহ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে।

যাদু কখনও হাতের চালাকি দ্বারাও হয়ে থাকে। আবার কখনও ডোরা, সুতা ইত্যাদির মাধ্যমেও হয়ে থাকে। কখনও শয়তানের নাম নিয়ে শয়তানী কার্যাবলী দ্বারাও লোক যাদু করে থাকে।

নবী ও ওলীগণ গায়েব জানেন না।

ফকির কাকে বলে? ফকির হলো ভণ্ড কোন লোক, যারা শয়তানের কাছে কেরামতি শিখে নিয়ে অথবা নিজে থেকেই কিছু কেরামতি বের করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে থাকে। কেউবা জ্বীনের মাধ্যমে কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে মানুষের কাছে আল্লাহ তা'আলার ওলী হিসেবে পরিচিত হতে চায়। সত্যি কি এরা গায়েবের খবর রাখে ? অথচ যিনি মহামানব, কালেমার সাথে যার নাম আমরা উচ্চারণ করে থাকি, যিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রসূল হয়ে হয়ে এসেছেন, যার কথা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

আর আমি যে আপনাকে পাঠিয়েছি সে শুধু সারা জাহানের জন্য রহমত হিসেবেই। (সূরাঃ আম্বিয়া-১০৭)

সেই মহামানব রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম কোন গায়েবের খবর জানতেন না এবং এও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত,হয়েছে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম থেকে-

(আল্লাহ তা'আলা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন) আপনি বলুন ঃ আমি তোমাদেরকে একথাও বলছিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার সমূহ রয়েছে। কিংবা আমি গায়েবের খবর রাখি। আর এ কথাও বলছিনা যে আমি ফিরিশতা, আমি শুধু সেই হুকুমতই মেনে চলছি, যা আমার কাছে অহী যোগে পৌছে থাকে। অন্ধ আর চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি সমান? কেন তোমরা চিন্তা করনা। (সুরাঃ আন'আম-৫০)

আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেনঃ

হে রসূল! তুমি তাদেরকে বলে দাও - আমি এ দাবী কখনও করিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার রয়েছে? আর আমিএই দাবীও করিনা যে, আমি ভবিষ্যতের বিষয় অবগত রয়েছি। ভবিষ্যতের জ্ঞানতো কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে যখন বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার ভাণ্ডার ও

ভবিষ্যতের খবর পয়গাম্বরকুল-শিরোমণি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতেও নেই, তখন উম্মতের কোন পীর-ওলী, ফকির দরবেশ অথবা বুযুর্গ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, ভবিষ্যত বাণী বলতে পারেন, যাকে ইচ্ছা দিতে পারেন, এ রকম ধারণা সুস্পষ্ট মুর্খতা বৈ কিছু নয়।

অনেকের ধারণা নবী ও আল্লাহ তা'আলার ওলীগণ আমাদের সম্পর্কে অবগত আছেন। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা বরং আমাদের ওঠা-বসা, চলা-ফেরা ও সুখ-দুঃখের তারা কিছুই অবগত নন, যা সুস্পষ্টভাবেই আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম থেকে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা যেদিন রসূলগণকে একত্রিত করবেন আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কী উত্তর পেয়েছিলে ? তাঁরা বলবেন, আমরা তা কিছুই জানিনা। আপনি অবশ্যই গায়েবের কথা ভাল জানেন।

(সূরাঃ আল মায়িদা-১০৯)

কিয়ামতের দিন পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একটি মাঠে উপস্থিত হবে। যে কোন অঞ্চলের যে কোন দেশের এবং যে কোন সময়ের মানুষই হোক না কেন, সবাই [illegible] ময়দানে উপস্থিত হবে এবং সবার কাছে তাদের সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে। সেদিন আল্লাহ তা'আলা সব পয়গাম্বরকেও হিসাবের জন্যে একত্রিত করবেন। পয়গাম্বরগণকে বিশেষভাবে যে প্রশ্ন করা হবে, তা এইঃ "তোমরা যখন নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সত্য ধর্মের দিকে আহবান করেছিলে, তখন তারা তোমাদের বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করেছিল, না অস্বীকার করেছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলবেনঃ তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই, আপনিই স্বয়ং যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। প্রত্যেক উম্মত সম্পর্কে পয়গাম্বরগণের এ উত্তর নির্ভুল ও সুস্পষ্ট। কেননা অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ ছাড়া কারও জানা নেই।

একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সামনে থাকা সত্ত্বেও তার ঈমান

ও কাজকর্ম সম্পর্কে প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিতে পারে, পূর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। কেননা অন্তরের ভেদ ও সত্যিকার ঈমান সম্পর্কে কেউ ওহী ব্যতীত নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না। আমরা কিভাবে একজন লোককে পীর-ফকির, ওলী-দরবেশ ভেবে তার মুরিদ হয়ে যাবো? যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, আল্লাহর নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এবং ইসলাম ও ঈমান বিরোধী কোন কথা ও কর্মে জড়িত হয় না, রসূলগণ তাকে ঈমানদার ও সৎকর্মী বলতে বাধ্য ছিলেন, সে অন্তরে খাঁটি মু'মিন কিংবা মুনাফেক যাই হোক। এ কারণেই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

আমরা তো বাহ্যিক কাজকর্ম দেখে বিচার করি, অন্তর্নিহিত গোপনভেদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। (মা'আরিফুল কুরআন)

মোটকথা, পরজগতে শুধু ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কোন কিছুর বিচার হবে না। কারও ঈমান ও কর্মের সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কারও নেই। তাই হাশরের ময়দানে যখন নবী-রসূলগণকে প্রশ্ন করা হবে তখন তারা এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলবেন যে, এ প্রশ্ন ইহজগতে হচ্ছেনা যে, ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে জওয়াব দিলেই চলবে, বরং এ প্রশ্ন হচ্ছে হাশরের ময়দানে, যেখানে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কোন কিছু বলা যাবেনা, তাই তাঁদের এ উত্তর যথার্থ সঙ্গত যে, এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনা।

'ইলমে গায়েব সম্পর্কে জানার জন্য আমরা কি গণক ও জ্যোতির্বিদদের বিশ্বাস করব? না, আমরা তাদের বিশ্বাস করব না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীত কেউই আকাশ ও পৃথিবীতে গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখে না। (সূরাঃ নামল ৬৫)

যারা গণক অথবা ফকিরদের নিকট গিয়ে তাদের ভবিষ্যত বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, তারা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ কুরআন শরীফকেই অস্বীকার করল।

কারণ, সুস্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন- আল্লাহ ছাড়া আর কেউই গায়েবের খবর জানেনা। তবে রসূলুদের মধ্যে যাদেরকে যখন আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু সম্পর্কে জানিয়ে দেন, শুধু তারাই নির্দিষ্ট ঐ বিষয়ে খবর রাখেন।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন যত মখলুক আকাশে আছে, যেমন ফিরিশতা, যত মখলুক পৃথিবীতে আছে, যেমন মানবজাতি, জিন জাতি ইত্যাদি- তাদের কেউ গায়েবের খবর জানে না, আল্লাহ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াতে পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিষ্কার ভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছেন যে, গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ- এতে কোন ফিরিশতা অথবা নবী-রসূলও শরীক হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

গায়েবের সব কিছুই যে একমাত্র তিনিই জানেন। আর কারো কাছেই তিনি গায়েবের কোন বিষয় প্রকাশ করেন না। তবে রসূলগণের মধ্যে যাকে পছন্দ করেন তাকেই তিনি কিছু বাতলে দেন। (সূরাঃ জ্বীন- ২৬-২৭)

আলেমূল গায়েব বিশেষণটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। আর তিনি এ ব্যাপারে কাউকে অবহিত করেন না।

এখানে কোন নির্বোধ ব্যক্তির মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন গায়েব জানেন না, তখন তিনি রসূল হলেন কিরূপে ? এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে কোন গায়েব জানেন না, এমন নয়। বরং যে পরিমাণ গায়েবের বিষয়াদির জ্ঞান অপরিহার্য, সে পরিমাণ গায়েবের খবর ওহীর মাধ্যমে রসূলকে দান করা হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেনঃ

তাঁরই (আল্লাহর কাছে) অদৃশ্য ভাণ্ডারের চাবিসমূহ রয়েছে, যা তিনি ছাড়া আর কেউ মোটেই জানে না। (সূরা আন'আম-৫৯)

জ্যোতি বিদ্যা, ভবিষ্যৎকথন বিদ্যা, কিংবা হস্ত রেখা বিদ্যা দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর জ্ঞান অর্জন করা হয় অথবা আল্লাহর প্রকাশিত সত্য খবর জিনের মাধ্যমে কেউ কেউ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জেনে ফেলে অথবা মৌসুমী বায়ুর গতি প্রকৃতি দেখে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করে এবং তা অনেকাংশে সত্যেও পরিণত হয়- এসব বিষয় জনসাধারণের দৃষ্টিতে " 'ইলমে গায়েব " তথা অদৃশ্য বিষয় জ্ঞান। তাই আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কুরআন মাজীদ "ইলমে গায়েব" কে আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট বলেছে, অথচ চাক্ষুস দেখা যায় যে, অন্যরাও তা অর্জন করতে পারে। কিন্তু এর উত্তর এই যে, যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় কিন্তু জনসাধারণ অজ্ঞ থাকে। এরপর উপকরণ যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন সবার দৃষ্টিতেই ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। মোটকথা, চিহ্ন ও লক্ষণাদী দেখেই এসব বিষয়ের অস্তিতের খবর দেয়া হয়। লক্ষণাদী প্রকাশ পাওয়ার পর আর সেগুলো অদৃশ্য থাকে না, বরং প্রত্যক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়। তবে সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে ব্যাাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়না।

উপরোক্ত উপায়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা সবকিছু সত্ত্বেও অনুমানের অতিরিক্ত কিছু নয়, 'ইলম বলা হয় নিশ্চিত জ্ঞানকে, তা এগুলোর কোনটির মাধ্যমেই অর্জিত হয় না। তাই এসব খবর ভ্রান্ত হবার ঘটনাও অনেক।

জ্যোতি বিজ্ঞানে যেসব বিষয় হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা 'ইল্‌ম বটে, কিন্তু "গায়েব" নয়। যেমন হিসাব করে কেউ বলে দেয় যে, আজ পাঁচটা একচল্লিশ মিনিটে সূর্যোদয় হবে কিংবা অমুক মাসের অমুক তারিখে চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হবে। এছাড়া জ্যোতিবিজ্ঞানের মাধ্যমে খবর জানার যে দাবী করা হয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। মোটকথা কুরআনের পরিভাষায় যাকে "গায়েব" বা অদৃশ্য বলা হয়, তা আল্লাহ ছাড়া কারোও জানা নেই। পক্ষান্তরে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষ স্বভাবতঃ যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে তা প্রকৃত পক্ষে "গায়েব" নয়, যদিও ব্যাপক ভাবে প্রকাশ না পাওয়ার দরুণ তাকে "গায়েব" বলেই

অভিহিত করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

আল্লাহ সেই লোকটাকে একশ বছর ধরে মৃত অবস্থায় ফেলে রাখলেন অতঃপর তাকে বাঁচিয়ে তুললেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, এভাবে ক'দিন কাটালে? সে বলল, একদিন কিংবা তার চেয়েও কম সময়। আল্লাহ বললেন ঃ না, তুমি একশ বছর কাটিয়েছ। (সূরাঃ বাকারা-২৫৯)

আল্লাহ ওযাইর (আঃ) এর কথা বলছেন। যে ওয়াইরকে ইহুদীরা আল্লাহ তা'আলার ছেলে বলে থাকে, তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "তুমি কতদিন মৃত অবস্থায় ছিলে?" তখন তিনি ভুল করে বলে ছিলেনঃ একদিন অথবা তার চেয়েও কম। কারণ, তিনি নিজেও জানেন না যে, কত বছর মৃত অবস্থায় পড়েছিলেন। তাহলে যিনি নিজের ব্যাপারে কিছুই জানেন না, তিনি অন্যের ব্যাপারে কিভাবে জানেন?

এব্যাপারে আমরা আরও ভালভাবে জানতে পারব নিম্নলিখিত হাদীস থেকে-

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার উম্মতের একদল মানুষ যখন হাউযে কাউসারের কাছে আসবে (অর্থাৎ পানি পান করার জন্য) তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। তারা সেখান থেকে ফিরে জাহান্নামের রাস্তা ধরবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমারই লোক। আমাকে বলা হবে- আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কি করেছে? (বুখারী)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পর উম্মতের অবস্থার কথা যদি জানতেন, তাহলে ঐ মানুষগুলোকে জাহান্নামের দিকে যেতে দেখে আশ্চর্য হতেন না এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে এ জবাবও দেয়া হতো না যে, আপনি জানেন না, আপনার পরে এরা কি করেছে। এ হাদীস থেকেও আমরা সুস্পষ্ট ভাবে ঐ সমস্ত লোকদের বুঝিয়ে দিতে চাই যারা বিশ্বাস রাখে যে, নবী অথবা আল্লাহ তা'আলার ওলীগণ

মৃত্যুর পরেও জীবিত আছেন এবং আমাদের ব্যাপারে সমস্ত সংবাদই তারা জানেন। পবিত্র কুরআন থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ পাওয়ার পরেও যদি কেউ সন্দেহ করে অথবা সামান্যও বিশ্বাস রাখে যে, নবী ও ওলীগণ আমাদের সম্পর্ক সমস্ত সংবাদ রাখেন, তাহলে তাকে অবশ্যই মুসলমান বলা যাবে না। কারণ সে সরাসরি পবিত্র কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করছে। মহান আল্লাহ তা'আলা ঈসা 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেনঃ

(নবী বললেন) *আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের খোজ খবর নিয়েছি। তারপরে যখন আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিলেন, তখন আপনি (আল্লাহ) তাদের খোঁজ খবর রেখেছেন। আপনিই সব কিছুই খবর রাখেন।* (সূরাঃ আল মায়িদা- ১১৭)

মাযার ও কবরের পার্থক্য

মাযার কাকে বলে ? মাযার ও কবরের মধ্যে পার্থক্য কি ? মাযার শব্দটি পবিত্র কুরআন বা হাদীস শরীফে পাওয়া যায় না বরং 'কবর' শব্দই কুরআন শরীফে এসেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে বলেন ঃ

যে ব্যক্তি কবরে পড়ে আছে তাকে আপনি শোনাতে পারেন না।

(সূরা ঃ ফাতির–২২)

হাদীসে কবর শব্দটি অনেক বারই এসেছে যেমন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

তোমরা কবরকে সম্মুখে রেখে নামায পড়ো না এবং কবরের উপর বসো না। (মুসলিম)

আমাদের দেশে মাযার বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে, যে কবরকে পাকা

করা হয়েছে এবং যেখানে বাৎসরিক ওরসের ব্যবস্থা করা হয় আর কবর বলতে বুঝায়, যেখানে মৃতকে দাফন করা হয়। সেটাকে পাকা করা হয় না, সেখানে কোন ওরসের ব্যবস্থাও করা হয় না। আজকাল পথভ্রষ্ট মানুষগুলো সেই মাযারে নেকীর উদ্দেশ্যে বহু ধন-সম্পদ দিয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষ একটুও চিন্তা করে না যে, এ টাকা কোথায় দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে। যদি সেই কবরবাসীকে নেক ব্যক্তি ভেবে টাকা দিয়ে থাকে তবুও কোন লাভ হচ্ছে না। কারণ, তিনি তো দুনিয়া থেকে চলেই গেছেন, তার কাছে আর টাকা পৌঁছছে না। তাছাড়া যে পরিমাণ টাকা মানুষ দিয়ে থাকে ওরস করতে আর গরু ছাগল জবাই করতে নিশ্চয়ই ঐ পরিমাণ টাকা খরচ হচ্ছে না। আর এমনও নয় যে কোন কমিটির মাধ্যমে এর হিসেব রাখা হচ্ছে। যেমন কোন মাদ্রাসার জন্য চাঁদা দিলে সেটার হিসেব থাকে এবং যে কোন লোক টাকা দিলে তাকে সে টাকার রসিদ দেয়া হয়। কিন্তু মাযারে চাঁদার রসিদ দেয়ার তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে প্রত্যেকটা গাড়ি থেকে মানুষ মাযারে টাকা-পয়সা দিয়ে থাকে কিন্তু এর কোন হিসেব নেই, রসিদও নেই, তাহলে এ টাকাগুলি যায় কোথায় ? মানুষ নেক ব্যক্তির কবর ভেবেই টাকা পয়সা দিয়ে থাকে। কিন্তু কখনও এ কথা ভাবে না যে, এ টাকা পয়সা সেই নেক ব্যক্তি পাচ্ছে, না অন্য লোক পকেট ভরে চলছে ? কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, নেক ব্যক্তি সে তো এমনিতেই নেক। তাকে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ ক্ষমাই করে দিয়েছেন। আর যদি আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা নাই করে দিয়ে থাকেন, তাহলে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সে নেক নয়। আর একজন পাপীর জন্য আপনি কেন টাকা খরচ করবেন ? অন্যদিকে নিজের পিতার কবরটা কোথায় আছে হয়ত তা বলতেও পারবে না। অথবা জানা থাকলেও বছরে এক দিন গিয়ে দু'আ-দরূদ করে আসার সময় করতে পারেন না। অথচ পীর বাবার কবরে যেখানে হয়ত কোন কবরই নেই কিন্তু মানুষকে ধোঁকা দিয়ে নেক ব্যক্তির কবর বলে চালিয়ে দিচ্ছে, সেখানে প্রতি সপ্তাহে গিয়ে যিয়ারত করে আসেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"এক দলকে তিনি সৎপথে চলার তাওফীক দান করেছেন। আরেক দল যাদের উপরে গোমরাহী প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কারণ তারা শয়তানগুলোকেই নিজেদের ওলী হিসেবে মেনে নিয়েছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে, অথচ নিজেদেরকে তারা সরল সত্য পথের অনুগামী বলেই ভাবছে।"

(সূরা ঃ আল আরাফ ঃ ৩০)

মহান আল্লাহর কালামের কথাই যে সত্য, হক ও ন্যায় তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ, যারা মাযার ভক্ত তারা এমনই বলে এবং মনে করে থাকে যে, তারাই সরল সত্য পথে আছে যা মহান আল্লাহ তা'আলা উপরে উল্লিখিত আয়াতে বলেছেন।

আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে আরও বলেন ঃ

"তারা এই ধারণাই পোষণ করে যাচ্ছে যে, তারা বেশ উত্তম কাজই করে যাচ্ছে।" (সূরা ঃ কাহফ-১০৪)

যে সব লোক কুফর ও শির্ক-বিদ'আত কিংবা অন্য কোন অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তার কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই হয়ে থাকে যে, শয়তান তাদের দুষ্কর্মকে সুন্দর, প্রশংসনীয় এবং কল্যাণকর হিসেবে প্রকাশ করে তাদের মন-মস্তিষ্ককে ন্যায় ও সত্য এবং প্রকৃত হক কার্যকলাপ করছে বলে মনে করায়। তারা নিজেদের অন্যায়কেই ন্যায় এবং মন্দকে ভাল মনে করতে শুরু করে। মাযার অথবা কোন পীরের আড্ডাখানাকে রক্ষা করার জন্য ন্যায় পন্থীদের মত প্রাণ বিসর্জন দিতে তৈরী হয়ে যায়, যেমন মক্কার কোরাইশ বাহিনী এবং তাদের সর্দার যখন বাইতুল্লাহ থেকে বিদায় নিচ্ছিল তখন বাইতুল্লাহর সামনে বলেছিল, "আয় আল্লাহ, উভয় দলের যেটি অধিকতর সৎপন্থী তারই সাহায্য করো তাকেই বিজয় দান করো। এই অজ্ঞ লোকেরা শয়তানের প্রতারণায় পড়ে নিজেরা নিজেদেরকেই অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং ন্যায়পন্থী বলে মনে করতো। নিজেদেরকেই ন্যায় ও হক মনে করে জানমাল কুরবান করে দিত।

মানুষকে শয়তান ধোঁকা দিয়ে কখনও তাদের দ্বারা এমন কাজ করায় যা থেকে মানুষ বুঝতে পারে আমরা খুব নেকীর কাজই করে যাচ্ছি এবং এতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর খুবই খুশী হচ্ছেন। যেমন অনেকে মাযারে গিয়ে থাকে তার বিপদ দূর করার জন্যে, অথবা মালে বরকত লাভের জন্য। কিন্তু সেই মাযারে সমস্ত মিথ্যাচারী ও বিভ্রান্ত লোকেরই আড্ডা।

যাদের মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"যে কেউ মিথ্যাচারী ও বিভ্রান্ত দলের শামিল হবে, তার সমাদর হবে ফুটন্ত পানি দিয়ে। আর জাহান্নামেই তাকে পৌছতে হবে। একথা অবশ্যই সত্য ও সুনিশ্চিত।" (সূরা ঃ ওয়াকিয়া–৯২–৯৫)

কাজেই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদেব উচিত হবে এই আযাবের সম্মুখীন হবার পূর্বেই যাবতীয় শির্ক গুনাহগুলোর জন্য সেই দয়াময় মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে অন্তর থেকে তওবা করা।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ করেন ঃ

"শয়তান যখন তাদের কাজ কর্মগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে দেখাল আর বলল, মানব সমাজে আজকে আর এমন কেউ নেই যে, তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারবে. আর আমিও যে তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। (সূরা ঃ আনফাল–৪৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"তোমাদের এসব উদ্ভট জল্পনা কল্পনা যা তোমাদের পালনকর্তা সম্পর্কে করে যাচ্ছিলে তা তোমাদেরকে বরবাদ করল, তোমরা ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেই পড়ে গেলে। সুতরাং তারা যদি ধৈর্য অবলম্বন করে তবুও তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, আর যদি কৈফিয়ত পেশ করতে চায়, তবুও তা কবূল করা হবে না। আমি তাদের জন্য সঙ্গী হিসেবে নিয়োগ করে রেখেছি (শয়তানকে) তাই শয়তান পূর্বাপর সব কাজ তাদের সামনে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে দেখাচ্ছে।" (সূরা ঃ হা-মী-ম সাজদাহ–২৩–২৪)

এই আয়াত থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, এমনও কোন আমল আছে যা মানুষ নেক আমল মনে করেই করে থাকে কিন্তু আসলে সেটা পাপ ও শির্ক কাজ। যেমন মৃত নেক ব্যক্তিদের বেশী সম্মান দেখাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে সেই মৃত ব্যক্তির কাছে দু'আ প্রার্থনা করে। শয়তান এই সমস্ত কাজকে খুব ভাল কাজ হিসেবে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরে। এবং মানুষ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে শির্ক করা আরম্ভ করে এবং আল্লাহ তা'আলার কালাম থেকেই প্রমাণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি শির্ক করলো সে স্পষ্টই কাফির হয়ে গেল এবং কাফিরদের অবস্থা কিয়ামতের দিন কি হবে তা আল্লাহ তা'আলা বলেই দিয়েছেন।

মৃত ব্যক্তি কারো কোন সাহায্য করতে পারে না

যারা মাযারে মৃত কবরবাসীর কাছে শাফা'আত লাভের জন্য যায় এবং বলে থাকে আমরা পাপী এবং পাপীর দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবূল করেন না। তাই নেক ব্যক্তি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করবেন। তারা আরও বলে যেমন উকিল ছাড়া জজের কাছে পৌছা যায় না, তেমনই আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ পৌছাতে হলে উকিল হিসেবে সেই মৃত ব্যক্তির কাছে যেতে হবে।

তারা আরও বলে যেমন একটি ছাদের উপর সিঁড়ি ছাড়া উঠা যায় না, তেমনই সেই উঁচু আকাশের উপর আল্লাহ তা'আলার কাছে সিঁড়ি ব্যতীত পৌছা যায় না। সিঁড়ি বলতে বুঝাতে চাচ্ছে, সেই নেক ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে পৌছতে হবে। এই সমস্ত কথা মানুষ নিজের আকল থেকেই বলে থাকে যা পবিত্র কুরআন বা হাদীস থেকে কিছুমাত্র প্রমাণিত হয় না। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ তাঁর কবরে গিয়ে তাঁকে উকীল বানিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে শাফা'আত করার জন্য বলেননি। তাছাড়া রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

জীবিত অবস্থায়ও এমন কথা বলেননি যে, হে আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দারা তোমাদের মৃত্যুর পর যখন আমার উম্মতের পাপী বান্দাগণ তোমাদের সুপারিশ ও সাহায্য করার জন্য বলবে তখন তোমরা তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ ও সাহায্য প্রার্থনা করবে। চার ইমামদের মধ্যেও কেউ এ ধরনের কথা বলেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই যারা এ ধরনের কথা বলে থাকে তারা নিজের দলকে মজবুত করার জন্য হোক আর সম্পদ উপার্জন করার জন্যই হোক, এ সমস্ত কথা নিজের আকল থেকেই বলে থাকে। তাদের আকল থেকে দেয়া এ যুক্তির উত্তর প্রথমে ইনশা-আল্লাহ আকল থেকেই দেয়া হবে, পরে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকেও প্রমাণিত হবে। যেমন জজ সাহেব আমাদের মত মানুষ। তিনি কিছুমাত্র গায়েবের খবর রাখেন না, তাই উকীল সাহেব বিস্তারিত ঘটনা জজ সাহেবের সামনে পেশ করেন এবং জজ সাহেব সেটা শোনার পর চিন্তা ভাবনা করে বিচার করেন।

উকীল এ জন্যই ধরতে হয় যে, জজ সাহেবের কোন ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানা থাকে না। কিন্তু মহান আল্লাহ তিনি আমাদের সব খবরই রাখেন, এমন কি মানুষ যদি সেই কালো রাত্রির গভীর অন্ধকারেও কোন পাপ করে তবুও আল্লাহ তা'আলা দেখে থাকেন, মহান আল্লাহর কাছে কিছু গোপন নয়, বরং সব কিছুই প্রকাশ্য। নির্জন জঙ্গলে, পাহাড়ের গোপন গুহায়, সমুদ্রের তলদেশে, আকাশের যে কোন প্রান্তে। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তি বা শক্তি দ্বারা যে কোন কাজ হোক না কেন, দুনিয়ার কোন মানুষ সে সংবাদ জানতে না পারলেও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তার সব কিছুরই সঠিক খবর রাখেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলার কাছে সমস্ত বিশ্ববাসীর অন্তরসমূহের কথা কি জানা নেই ?" (সূরা ঃ আনকাবূত-১০)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

"নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক সবকিছু অবগত আছেন, যা কিছু তারা অন্তরে লুকায়িত রাখে আর যা প্রকাশ করে থাকে।" (সূরা ঃ নামল–৭৪)

তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডেকে বেড়াচ্ছ-তারা একটা খেজুর খোসারও মালিক নয়। তোমরা যদি তাদেরকে ডাকতেই থাক, তারা যে কিছুই শুনতে পারে না। (সূরা ঃ ফাতির–১৪)

অর্থাৎ তোমরা যে সমস্ত মূর্তি, কতক নবী ওলী-ফকীর দরবেশ ও ফিরিশতার পূজা কর, বিপদ মুহূর্তে তাদেরকে আহ্বান করলে প্রথমতঃ তারা শুনতেই পারবে না। কেননা মূর্তির মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতাই নেই। নবী ওলী এবং আমাদের কথাও শুনে না অতঃপর বলা হয়েছে, ফিরিশতা ও নবী যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে শুনেও, তবে তারা তোমাদের আবেদন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখেনা।

উক্ত আয়াতে আরও প্রমাণিত হয়, যে নিজের মর্মে কিছুই অবগত নয় সে আবার উকীল হবে কিভাবে ? আর আল্লাহ তা'আলার কাছে শাফা'আতই বা করবে কিভাবে ? কাজেই ঐ সমস্ত ভণ্ড পীরদের ধোঁকায় পড়ে যে ব্যক্তি সেই মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারও কাছে কিছু মাত্র আশা করলো সেই বিভ্রান্ত হয়ে গেল, যদি তাদের দাবী সত্যি হয়, তবে তারা কেন আল্লাহর পবিত্র কুরআন অথবা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাদীস থেকে ঐ সমস্ত কথার প্রমাণ পেশ করে না যে, উকীল ছাড়া জজের কাছে যাওয়া যাবে না বা সিঁড়ি ছাড়া ছাদে উঠা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সুপারিশকারী হিসেবে আর কাউকে স্থির করে রেখেছে নাকি ? আপনি বলুন, যদি ওরা কিছুমাত্র ক্ষমতা না রাখে, আর কিছু মাত্র জ্ঞান তাদের না থাকে তবুও।" (সূরা ঃ যুমার–৪৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"তারা বলে ঃ এসব আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে,

আপনি বলুন ঃ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্য হতে তোমরা কি আল্লাহ তা'আলাকে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও যা তিনি জানেন না ?"

(সূরা ঃ ইউনুস–১৮)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

আপনি তাদেরকে এই কুরআনের মারফতে সতর্ক করুন। যারা নিজেদের পালনকর্তার দরবারে হাযির হবার ব্যাপারে ভীত রয়েছে। তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কোন ওলী এবং সুপারিশকারীও যে নেই।

(সূরা ঃ আনআম–৫১)

দেব-দেবী যেমন সত্যিকার কোন প্রকার সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখেনা, তেমনি ভাবে ফকির-দরবেশের কবরে শিরনী বণ্টন করলেও তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছুমাত্র সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখেনা।

মুশরিকগণ আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। তবুও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কাফির বলে থাকেন। এ জন্যে যে, তারা নবী, ওলী ও কবরবাসীর সাথে ভ্রান্ত সম্পর্ক স্থাপন করে এবং বলে থাকে–

"এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।"

(সূরা ঃ ইউনূস–১৮)

যারা বলে ঐ সমস্ত নেক ব্যক্তিগণ তো আমাদের কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারবেন না, বরং আল্লাহ তা'আলাই সাহায্যকারী। তবে ঐ কবরবাসীরা আমাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করবেন। তাই আমরা তাদের মাযারে গিয়ে সুপারিশ করার জন্যে প্রার্থনা করি যেন তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের জন্যে সুপারিশ করেন। এর জবাব হচ্ছে, এটাতো কাফিরদের কথার হুবহু প্রতিধ্বনী মাত্র।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে ওলীরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরাতো ওদের পূজা করি না। তবে যাতে তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। (সূরা ঃ যুমার–৩)

সকল প্রকারের শাফা'আতের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। সুতরাং সুপারিশ তাঁরই নিকটে কামনা করা উচিত। "হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুপারিশ হতে বঞ্চিত করো না। হে আল্লাহ ! তুমি তাকে আমার জন্যে সুপারিশকারী বানিয়ে দাও। এ কথা বলে দু'আ করা উচিত। যদি কেউ বলে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শাফা'আতের অধিকার দেয়া হয়েছে, কাজেই আমি তার নিকটেই শাফা'আত চাচ্ছি। তার উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ তাঁকে শাফা'আত করার অধিকার প্রদান করেছেন, কিন্তু তিনি আপনাকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে শাফা'আত চাইতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকেই ডাকবে না।" (সূরা ঃ জিন—১৮)

আল্লাহ্‌কে এই বলবে যে, তিনি যেন তাঁর নবীকে তোমার জন্যে সুপারিশকারী করে দেন এবং এভাবে বললেই আল্লাহ তা'আলার উক্ত আয়াতকে মেনে নেয়া হলো।

হাদীস থেকেও ঐভাবেই শাফা'আতের দু'আ চাওয়ার নির্দেশ এসেছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্ন দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

"হে আল্লাহ ! আপনি তাঁকে (মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আমার জন্যে শাফা'আতকারী করে দিন। (তিরমিযী)

আবুল হাসান কুদূরী (রঃ) শরহে কিতাবুল কারখীতে বলেছেন, যা আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণিত ঃ

"ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর নাম ব্যতীত অন্য কারো দোহাই দিয়ে দু'আ করা কারো উচিত নয়। আমি অন্যায় মনে করি যে, কোন ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ ! তোমার আরশের মর্যাদা বন্ধনের দোহাই দিয়ে তোমার নিকট দু'আ করি। উমুকের দোহাই দিয়ে করি, তোমার নবী ও রসূলগণের দোহাই দিয়ে দু'আ করি বা তোমার

মহান ঘরের দোহাই দিয়ে দু'আ করি।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক বিপদেরই সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক যুদ্ধে শত্রুদের মুকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি কখনই এমন বলেননি যে, হে আল্লাহ ! আদম (আঃ) এর ওয়াসীলায় অথবা অন্য কোন নবীর ওয়াসীলায় আমাদের জয়যুক্ত করে দিন। বদরের যুদ্ধেও মুসলমানগণ সংখ্যায় অল্প ছিলেন। সেই সময়ও তারা অন্য কারো কাছে সাহায্য চাননি, বরং সেই মহান আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই সর্বদা সাহায্য চেয়েছেন। যা পবিত্র কুরআন থেকে প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে বিপদে সাহায্য চাচ্ছিলে, তখন তা কবূল করেন এবং বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাজার ফিরিশতার মাধ্যমে, যারা একের পর এক আসবে।"

(সূরা ঃ আনফাল–৯)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর সাহাবাগণ শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন, দেশের পর দেশ জয় করা হয়েছে। ইসলাম প্রচার হয়েছে এবং এতে নানা রকমের বিপদ ও মুসীবত এসেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুমিনগণই জয়যুক্ত হয়েছেন, কারণ তারা তাদের বিপদের সময় সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ চেয়েছেন, তারা কখনও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের কাছে গিয়ে এমন বলেননি যে, হে রসূল আপনি আমাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করুন। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা ওয়াদাই করে রেখেছেন যে, তিনি সর্বদা মুমিনদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"আমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে মুমিনদের সাহায্য করা।"

(সূরা ঃ রূম–৪৭)

তাছাড়া যেখানে আল্লাহ তা'আলা নিজে বলেছেন, আমার দায়িত্ব হচ্ছে মুমিনদের সাহায্য করা, সেখানে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রশ্নই

উঠতে পারে না। আর যদি তার উপরেও অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়, তাহলে প্রমাণিত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য যথেষ্ট নয়, নাউযুবিল্লাহ অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"আল্লাহ কি যথেষ্ট নয় তার বান্দার জন্যে ?" (সূরা ঃ যুমার-৩৬)

উক্ত আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, কোন বিপদে অন্যকে ওয়াসীলা মনে করে তার কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না, বরং সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাইলে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। কারণ মানুষ সবাই আল্লাহর ক্ষুদ্র দাস। না পারে তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করতে, না পারে কোন ক্ষতি করতে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"হে রসূল আপনি বলুন আমি নিজেরও কোন খারাপ কিংবা ভাল করার ক্ষমতার মালিক নই। তবে আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তা স্বতন্ত্র।" (সূরা ঃ ইউনুস-৪৯)

যদি কবরবাসীদের কাছে শাফা'আত কামনা করা বৈধই হতো, তাহলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে সাহাবাগণ শাম দেশে যাতায়াত করতেন, আর সেখানেই হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কবর, অথচ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে তাঁর কবরে গিয়ে কোন রকম সুপারিশ বা আল্লাহর দরবারে কোন কিছু আপিল করার জন্যে বলেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দেখা যায় আজকাল বহু মুসলমান যখনই বিপদে পড়ে তখই মাযারে যায় এবং ঐ দুঃখ দূর করার জন্যেই শুধু মাযারে গিয়ে পশু যবেহ করে না, বরং কোন সুসংবাদেও বহু নামধারী মুসলমান ঐ কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যে একটু লাভ হলেই নিয়ত করে ফেলে, ওমুক মাযারে গিয়ে বাবার নামে একটা গুরু অথবা ছাগল যবেহ করাতে হবে। আর যদি তাদেরকে কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে ঐ যবেহ করাটা পাপ কাজ বলে প্রমাণ করা যায়, তখন তারা বলে ফেলে বেশীর ভাগ মানুষই তো এ কাজ

করে চলছে। যদি সত্যি পাপই হতো, তাহলে ওরছের সময় বাবার নামে পশু যবেহ করার হিড়িক কোন দিনই থাকতো না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"যদি তুমি দুনিয়ার বেশীর ভাগ লোক যা করে তার অনুসরণ কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিভ্রান্ত করে দিবে।"

(সূরা ঃ আনআম-১১৬)

নবী হোক আর ওলী হোক সবারই মৃত্যু হয়

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবী হোক আর ওলী হোক সবারই মৃত্যু আছে।

আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেনঃ

"আপনার আগেও কোন লোককে চিরস্থায়ী করিনি। সুতরাং আপনি যদি মারা যান তাহলে তারা কি বেঁচে থাকবে ? প্রত্যেক জীবকে মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।" (সূরা ঃ আমবিয়া-৩৪-৩৫)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

অবশ্যই আমারও মৃত্যু হবে যেমন আমার পূর্বের নবীদের মৃত্যু হয়েছে। (বুখারী)

যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যু সংবাদ হযরত ওমর (রাঃ) শুনলেন, তখন তার খোলা তলোয়ার নিয়ে বের হয়ে বলতে লাগলেন, যে বলবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেছেন তাকেই আমি হত্যা করব। ভয়ে কেউই হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে যেতে সাহস করেননি। তখন আবূ বকর (রাঃ) বলেছিলেন,

"যে মুহাম্মাদের ইবাদত করত সে জেনে রাখুক যে, মুহাম্মদ অবশ্যই মারা গেছেন, আর যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।" তারপর এই আয়াত পড়ে

শুনালেন,

মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তার আগেও অনেক রসূল মারা গেছেন। সুতরাং তিনি যদি মারা যান কিংবা শহীদ হন, তাহলে তোমরা কি পূর্বমতে ফিরে যাবে? যদি কেউ তার পরে ফিরে যায় তাতে আল্লাহর কোন ক্ষতি হবে না। যারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ তাদেরকে শীঘ্রই পুরস্কার দান করবেন।

(সূরা ঃ আল ইমরান-১৪৪)

যারা ধারণা করে থাকে নবীদের অথবা ওলীদের মৃত্যু নেই, তারা আসলে জীবিত, তাদের জন্য উপরে উল্লিখিত আয়াতটিই কি যথেষ্ট নয়? এ ছাড়া অন্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়।

"আল্লাহ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, অবশ্যই আপনাকে মরতে হবে, আর তাদের সবাইকেও মরতে হবে।"

(সূরা ঃ যুমার-৩০)

কাজেই আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুরআন থেকে দলীল প্রমাণ পাওয়ার পরও কারও উচিত হবে না, ধারণা রাখা যে, নবী অথবা নেক ব্যক্তিগণ জীবিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে আরও বলেছেন-

"প্রত্যেক নফসকে, অথবা জীবকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তার পরে আমার কাছেই তোমরা ফিরে আসতে বাধ্য হবে।"

(সূরা ঃ আনকাবূত-৫৭)

কবর যিয়ারত কিভাবে করতে হবে

যিয়ারতের অর্থ হচ্ছে মোলাকাত করা অর্থাৎ সাক্ষাৎ করা এবং মৃত ব্যক্তির কবরের কাছে গিয়ে তার জন্যে দু'আ করাকেই কবর যিয়ারত বলে। হাদীসের দৃষ্টিতেও তাই।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মদীনার কিছু কবরের নিকট গেলেন এবং সে দিকে ফিরে বললেন, হে কবরবাসীগণ ! সালাম তোমাদের প্রতি। আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বগামী এবং আমরা তোমাদের পরে আসছি।
(তিরমিযী, মেশকাত)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরস্থদের জন্য নিম্ন দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন,

السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين ؛ وانا ان شاء الله بكم لاحقون ؛ يرحم الله ـ المتقدمين منا ومنكم والمتاخرين ؛ نسئل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ؛ ولا تفتنا بعدهم واغفرلنا ولهم *

অর্থ–হে মুমিন কবরবাসীগণ, শান্তি হোক তোমাদের উপর। আমরাও ইনশা-আল্লাহ তোমাদের সাথে আসব। ক্ষমা প্রার্থনা করি সেই মহান আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য। হে আল্লাহ ! আমাদের বঞ্চিত করোনা তাদের মত সওয়াব থেকে। তাদের পরে আমাদের ফেতনায় ফেলে দিও না। এবং আমাদেরকে ও তাদেরকে ক্ষমা কর।
(মুসলিম)

এ দু'আটি ছাড়াও অন্যান্য হাদীসে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরবাসীদের জন্য দু'আর কথা বলেছেন। কিন্তু কবরবাসীর কাছ থেকে কোন কিছু আশা করা বা কবরবাসী তার জন্য কোন রকম সাহায্য করতে পারবে এমন কোন কিছুর দলীল কুরআন বা হাদীসে পাওয়া যায় না।

কোন মাযারে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করার মর্মে হাদীস থেকে যা প্রমাণিত হয়।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনটি মসজিদ ব্যতীত (অন্য কোথাও নেকীর উদ্দেশ্যে) সফর করা যায় না (১) মসজিদে হারাম (কাবা শরীফ), (২) আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী), (৩) মসজিদে আকসা (বাইতুল মাকদিস)। (বুখারী, মুসলিম)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীস বলার পূর্বে আবূ হুরাইরা (রাঃ) তূর পাহাড়ে (নেকীর উদ্দেশ্যে) সফর করেছিলেন। যেখানে মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন। আবূ বাসরা (রাঃ) আবূ হুরইরাকে বললেন, যদি তুমি তূর পাহাড়ে যাওয়ার পূর্বে এ হাদীসটা জানতে তাহলে সেখানে সফর করতে না। আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখে উক্ত হাদীসটি শুনেছি।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে উক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও ইবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না।

যারা প্রতি বছর আজমিরে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করে থাকে, তারা উক্ত সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের এ হাদীসটির কি জবাব দিবে?

যদি কবরবাসীর কাছে সাহায্য নেয়ার জন্য কবরে যাওয়া বৈধই হতো, তাহলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সময় কবর যিয়ারত করতে যেতেন না, কারণ তিনি তো নিজেই মহা মানব ও পাপ মুক্ত তিনি আবার কার সাহায্য নেয়ার মুখাপেক্ষী হবেন ?

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রঃ) কবর যিয়ারতের মাত্র তিনটি কারণ দেখিয়েছেন।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া উক্ত হাদীস দ্বারা প্রথম কারণটি বলেন।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা নিশ্চয় কবর যিয়ারত তোমাদের আখিরাত বা পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। (মুসলিম)

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেন ঃ পরকালের কথা স্মরণ হলে তার নিজেরও মৃত্যুর কথা স্মরণ হবে এবং আরও স্মরণ হবে যে তাকেও একদিন

উক্ত কবরস্থানে মৃত অবস্থায় আসতে হবে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রঃ) দ্বিতীয় কারণ বলেন, যদি মৃত ব্যক্তির জন্য দুঃখ ও চিন্তা ভাবনা হয় এই জন্য যে, মৃত ব্যক্তি তারই আত্মীয় অথবা তার বন্ধুদের একজন ছিল, তাহলেও (মনের দুঃখ দূর করার জন্য) কবর যিয়ারত করতে পারবে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া তৃতীয় কারণ বলেন ঃ মৃত ব্যক্তি (তা যে কোন মুসলমান ভাই হোক না কেন) তাদের জন্য দু'আ করার নিমিত্তে যিয়ারত করা।

কবর যিয়ারত করা একটি পুণ্যের কাজ যা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু পীর ফকিরদের কবরে কবর যিয়ারতের নামে যে সমস্ত কাজ হয়ে থাকে, তা পুণ্যের কাজ তো নয়ই এমনই একটি পাপ, যে পাপের জন্য তাকে আর মুসলমানই বলা যাবে না। যেমন কোন কবরকে সেজদা করা, কবরবাসী তাকে সাহায্য করতে পারবে মনে করে সেখানে যাওয়া এবং সে জন্যই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শক্তভাবে নিষেধ করেছেন তাঁর নিজের কবরকে যেন মানুষ উপাসনার জায়গা না বানিয়ে নেয় সে দু'আই করেছেন, যা নিম্নের হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়–

হে আল্লাহ ! আমার কবরকে পূজা-উপাসনার জায়গায় পরিণত করো না। (মালিক)

তাই আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পবিত্র মুখের দু'আ কবূল করেছেন। যার জন্য আজ পর্যন্তও তাঁর কবরে সিজদা করা হয় না। সেখানে বিভিন্ন রকমের বাতি দিয়ে আলোকিতও করা হয় না। সেখানে শিরণি বিতরণ করা হয় না। সেখানে গরু জবাই করে আমাদের দেশের মত প্রতি বছর ওরছও করা হয় না।

অন্য একটি হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, কবরে ওরছ করা সম্পূর্ণই নিষেধ।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেনঃ তোমাদের ঘরকে কবর বানাইও না। (এ জন্য যে কবরে নামায পড়া নিষেধ তাই ঘরে যদি নামায না পড়া হয়, ঘরটা যেন সেই কবরের মত হয়ে যায়) তিনি আরও বলেন ঃ আমার কবরকে ঈদের জায়গা বানাইও না। এবং আমার উপর দরূদ পড়, কেননা যেখান থেকেই আমার উপর দরূদ পড়া হোক না কেন, সেটা আমার কাছে পৌঁছান হয়। (আবূ দাউদ)

উল্লিখিত হাদীসে ঈদ শব্দের অর্থে ইবনু তাইমিয়া (রঃ) বলেন ঃ একটা নির্দিষ্ট সময় করে সবাই একত্রিত হওয়াকেই ঈদ বলে। যেমন, আমাদের দেশে প্রতি মাযারে বছরে একবার নির্দিষ্ট সময় করে ওরছ করা হয়, যেমন আজমীরে প্রতি বছর হয়ে থাকে। কিন্তু মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের কবরে যেন ঐ রকম পাপ না হয় সেই দু'আই করেছিলেন, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা আজও তাঁর কবরকে হেফাযতে রেখেছেন।

বাঙালী হাজীদের জন্য সউদী সরকার থেকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর যিয়ারতের মর্মে যে কার্ড দেয়া হয়েছিল সেটা নিম্নরূপ ঃ

সউদী আরব সরকারের জ্ঞান-গবেষণা, ফাতাওয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ ঃ মসজিদে নববী যিয়ারতকারীদের জন্য কার্ড। সেক্রেটারীয়েট, হজ্জকালীন ইসলামী প্রচার বিভাগ।

মক্কা মুকার্‌রামা–পোস্ট বক্স ২০৩৫।

بطاقة الزائر باللغة البنغالة نشرة لعام ـ ١٤٠٢هـ

হে আমার মুসলিম ভাই।

মদীনা মুনাও্‌ওরায় কেবলমাত্র পাঁচটি স্থান যিয়ারত করা শরীয়ত মতে সঠিক ঃ

প্রথম ঃ *রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মসজিদ (মসজিদে নববী) যাতে নামায পড়ার জন্য সফর করা যায়েয। কারণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, তিনটি মসজিদ ব্যতীত (অন্য কোথাও সওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফরের প্রস্তুতি নেয়া যায় না। (১) মসজিদে হারাম (কাবা শরীফ) (২) আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং (৩) মসজিদে আকসা (বাইতুল মাকদিস)।* (বুখারী, মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন ঃ আমার এই সমজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়া মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে হাজার ওয়াক্ত নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। (বুখারী, মুসলিম)

দ্বিতীয় ঃ নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর এবং তাঁর দু' সাহাবী (রাঃ)-এর দু'টি কবর সেই ব্যক্তি যিয়ারত করবে যে ব্যক্তি মদীনা মুনাওওয়ারায় পৌঁছবে। অবশ্য (মসজিদে নববীতে) ফরয অথবা তাহীইয়াতুল মসজিদ নামায পড়ার পর কবর যিয়ারত করতে হবে।

তৃতীয় ঃ মসজিদে কূবা যিয়ারত। কারণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কূবা মসজিদে নামায পড়ার জন্য যেতেন।

চতুর্থ ঃ বাক্বীউল গারক্বাদ (জান্নাতুল বাক্বী) যিয়ারত করা। কারণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে যেতেন। কবরবাসীদের সালাম দিতেন এবং তাদের জন্য দু'আ করতেন।

পঞ্চম ঃ উহুদের শহীদগণের কবর যিয়ারত। তাদের মধ্যে রয়েছেন সাইয়িদুশ শুহাদা আমীর হামযা (রাঃ), কেননা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের নিকট যেতেন, তাদেরকে সালাম দিতেন এবং তাঁদের জন্য দু'আ করতেন।

কবর সমূহের যিয়ারত শরীয়ত মতে শুধু পুরুষগণের পক্ষেই জায়েয, নারীদের জন্য জায়েয নয়, কারণ নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত (অভিশাপ) করেছেন কবর যিয়ারতকারিণী-নারীদের উপর, কবরের

পার্শ্বে নামায আদায়কারীদের উপর এবং কবর আলোকোজ্জলকারীদের উপর।

উল্লিখিত স্থানগুলো ব্যতীত অন্য কোন স্থানে যিয়ারতের কোন প্রমাণ শরীয়তে নেই। অথচ শরীয়তের বিধান সম্মত আমল ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ আদৌ সম্ভব নয়।

হে মুসলিম ! শরীয়ত সম্মত যিয়ারতের স্থানগুলোতে গিয়ে হুঁশিয়ার থাকবেন, যাতে আপনার হাত দেয়ালে ও দরজায় মুছিয়া চুম্বন না করেন। আর দরজা, জানালায় কাপড়ের টুকরা বাঁধবেন না, দেয়ালে কিছু লিখবেন না এবং কোন জায়গায় পাথর পুঁতে রাখবেন না, ঐ সব কাজ শরীয়তে জায়েয নয়। নিশ্চয়ই তা শিরকে পতিত হবার কারণ এবং আল্লাহ ব্যতীত অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন। এ আমলগুলো কখনও আমলকারীর আকীদার কারণে শিরকে পরিণত হয়ে যায়। এ অপেক্ষাও অত্যাধিক শক্ত শিরক হচ্ছে সরাসরি মৃতদিগকে ডাকা ও সাহায্য চাওয়া, তাদের নামে নযর করা ইত্যাদি, যা-জাহিলদের কাজ এবং জাহেলীযুগের প্রথা যেগুলো বড় বড় শির্ক আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাকে তাঁর দ্বীনের পথে হেদায়াত করুন এবং আমাদেরকে তাঁর নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নতের উপরসাবেত রাখুন। রসূলুল্লাহ(সঃ)এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও আসহাবের উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

কবরকে মসজিদ বানানো যাবে না

কবর যিয়ারত করা একটি পুণ্যের কাজ। কিন্তু তার পরেও কেন কবর পূজা বলা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলার ওলীদের কবরে কবর যিয়ারতের নামে আরো যে সকল কাজ হচ্ছে তা কবর পূজাই বটে, এ জন্য যে, কোন কবরকে পাকা করে সেটাকে লাল চাদর দিয়ে ঢেকে সেখানে বাতি জ্বালানো এবং সেটার উদ্দেশ্যে মানত করা,

সেখানে শিরনী বিতরণ করা, এমনকি কবরকে সিজদা করা ইত্যাদি কাজকে কবর যিয়ারত বলা যেতে পারে না বরং কবর পূজাই বলতে হবে।

মানুষ যেমন আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্যে আল্লাহর ইবাদত করতে মসজিদে যায় এবং যাবতীয় প্রয়োজনে সে আসল মালিকের কাছেই হাত তুলে প্রার্থনা করে, তেমনি ভাবে কবর পূজারীরাও কবরবাসীকে খুশী করার জন্যে, কোন কিছুর প্রয়োজনে কবরাবসী সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে মনে করে এবং তাদেরই কাছে আশা আকাঙ্ক্ষা পেশ করে।

আমাদের দেশে অনেক মাযারকে আবার মসজিদ করে নিতে দেখা যায়। ঐ কবর পূজারীরা মাযারের মসজিদে নামায পড়ে, কষ্ট করে আর মসজিদে যেতে হয় না, বরং তারা নামাযটা শেষ করে কোন কিছুর প্রয়োজন থাকলে উক্ত মসজিদের ঐ মাযারেই আবদার করে নেয়। কিন্তু মাযারকে মসজিদ করার মর্মে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত শক্তভাবে নিষেধ করেছেন, যা নিম্ন লিখিত হাদীস থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

আল্লাহ কঠিনভাবে রাগান্বিত হন সে জাতির উপর, যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। (মালেক)

এছাড়া রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাঁর মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন পূর্বে খুব শক্তভাবে নিষেধ করেছেন যেন কোন মুসলমান কোন মাযারকে মসজিদে পরিণত না করে।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করে বলেন, তোমরা সতর্ক হও। কেননা, তোমাদের পূর্বের লোকেরা নবীদের কবরকে মসজিদ বানাত। সতর্ক হও তোমরা কবরকে মসজিদ বানানো থেকে। অবশ্যই আমি এ ব্যাপারে নিষেধ করছি। (মুসলিম)

অনেকের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে, যদি এ সমস্ত সহীহ হাদীসে

মাযারকে মসজিদ করা নিষেধই হয়ে থাকে, তবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরও মসজিদে কেন ?

যারা হজ্ব করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর যিয়ারত করে থাকে তারা কখনো আসল কবরের কাছেও পৌছতে পারে না। তারা বাইরে থেকে যা দেখতে পায় সেটা হচ্ছে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাসস্থান, নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বাড়ীতেই থাকতেন এবং তাঁর ঘরেই তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে, পরে মসজিদ বড় করাতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর নয় বরং সম্পূর্ণ বাড়ীটাকেই মসজিদের ভিতর নেয়া হয়েছে। যদি সেটা শুধু কবরই হতো, তাহলে একটি দরজাই থাকত এবং শুধু কবরের জন্য এতবড় দালানও করা হতো না। আর বেশ কয়েকটি দরজাও থাকত না।

আরও একটি সমস্যা হচ্ছে যে, কবরের দিকে নামায পড়ার মর্মে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

তোমরা কবরের দিকে নামায পড়ো না এবং কবরের উপর বসো না।
(মুসলিম)

এ হাদীস থেকেও অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন ঃ তাহলে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কররের দিকে মানুষ নামায পড়ে কেন ? অবশ্য এ ব্যাপারে বলা হয়েছে। আসলে এটা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাসস্থান, আসল কবরের কাছে কোন লোকই যেতে পারে না এবং মানুষ যাতে কাছে গিয়ে নামায পড়তে না পারে, সে জন্য সব সময়ই তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। প্রত্যেক দরজায় তালাবদ্ধ করার পর সব সময় পুলিশ পাহারা থাকে, যেন কোন লোক দরজাতে হাত দিয়ে চুম্বন করতে না পারে। অথবা কাগজে বিভিন্ন কিছু লিখে ফেলতে চেষ্টা করলে পুলিশ খুব শক্তভাবে রোধ করে। তা ছাড়াও যখন মানুষকে মসজিদে জায়গা দিতে অসুবিধা হচ্ছিল তখন নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাসস্থানকে মসজিদের ভিতর নিয়ে নেয়ার চিন্তা ভাবনা করা হয়। এবং এ নিয়ে

আলেমগণ অনেক চিন্তা ভাবনা করেন যে, নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের দিকে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। এখন মসজিদ বড় হলে কবর ভিতরে এসে যায় তাই সম্পূর্ণ বাড়িটাকেই মসজিদের ভিতর নিয়ে নেওয়া হয়েছে। হাজী সাহেবগণ আরও একটা ভুল ধারণা করতে পারেন যে, নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরও পাকা দালান ও চুনকাম করানো। অথচ নিম্ন হাদীসে কবর পাকা করা ও চুনকাম করা নিষেধ করা হচ্ছে।

নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন কবরে রং, চুনকাম করতে এবং তার উপর বসতে ও পাকা ঘর করতে। (মুসলিম)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রাঃ) কে বলেন ঃ

কোন মূর্তি পেলে অবশ্যই ধ্বংস করে দেবে এবং কোন উঁচু কবর পেলে তাকে ভেঙ্গে মাটির সমান করে দেবে। (মুসলিম)

এ মর্মে হযরত আলী (রাঃ) হযরত হায়য়াজ (রাঃ)-কে বলেন ঃ

হায়য়াজ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রাঃ) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাব না ? যে কাজে আমাকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠিয়েছিলেন, (রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন) যেন মূর্তি এবং উঁচু কবরকে ভেঙ্গে সমান করে দেই। (মুসলিম)

আগেই বলা হয়েছে মানুষ যেটাকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর মনে করে সেটা হচ্ছে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাসস্থান। এছাড়াও যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাড়ীটাকে মসজিদের ভিতর নেয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না, তখন সমস্ত আলেমগণ চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যেদিক থেকে নামায পড়লে কবরের দিকে সিজদা হয়ে যাবে, সে দিকটা তিন কোণার মত করে দিলেন। সত্তর জন সাহাবা নির্দিষ্ট একটা স্থানে থাকতেন সেখানে একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন ঐ তিন কোণার মত

জায়গাটা। এবং ঐ দিক থেকে নামায পড়লেই কবরের দিকে সিজদা এসে যায়। তাই উক্ত জায়গাটা তিন কোণা বিশিষ্ট করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মর্মে আরও বলেন ঃ

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, উম্মে সালমা (রাঃ) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন যে, হাবাশার মধ্যে একটি গির্জা দেখেছেন, সেটার মধ্যে মূর্তি বসানো। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন তাদের কোন নেক ব্যক্তি অথবা নেক বান্দা মারা যায় তখন তারা তাদের কবরের উপর মসজিদ বানায়। এবং সেখানে ঐ নেক ব্যক্তির মূর্তি বসায়। তারা আল্লাহর কাছে খুবই নিকৃষ্ট। তারা দু'টি ফিতনাকে জমা করেছে। (১) কবরের ফিতনা, (২) এবং সেই নেক ব্যক্তির মূর্তির ফেতনা। (বুখারী, মুসলিম)

অন্য এক হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয়।

মা আয়েশা (রাঃ) এবং ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভীষণ অসুখের সময় তাঁর চাদরকে মুখের উপর দিয়ে রেখেছিলেন এবং যখন খুব বেশী কষ্ট হচ্ছিল, তখন চাদরকে মুখ থেকে সরিয়ে ফেলছিলেন এবং বলছিলেন, আল্লাহর অভিশাপ ইয়াহূদী ও নাসারাদের উপর কেননা তারা নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। (বুখারী)

যদি নবীদেরকে মসজিদে কবর দেয়া বা নবীদের কবরকে মসজিদ বানানো কাফেরদের অভ্যাস হয়ে থাকে, তবে কিভাবে জায়েয হতে পারে পীর ফকিরদের কবরকে মসজিদে পরিণত করা ? ঐ সমস্ত পীর ফকিরদের কবরকে মসজিদ বানানোর উদ্দেশ্যেই হচ্ছে যে, আল্লাহকে ছেড়ে ঐ সমস্ত পীর ফকিরদের কাছে প্রার্থনা করা।

আজকাল পীর ফকিরদের বেশীর ভাগ কবরই মসজিদে পরিণত করা হচ্ছে এবং পরে সেটাকে মাযার বানিয়ে গম্বুজ তৈরী করা হয়। বাৎসরিক ওরছ করা হয়। অবশেষে দেখা যায় মানুষ আর ভুল করেও মসজিদে নামাযের জন্য যায় না বরং পিছন দিক থেকে ঐ কবরের কাছে গিয়ে কিছু

প্রার্থনা করে কারও কিছু মানত থাকলে সেটা পূর্ণ করে পিছন দিক থেকেই আবার চলে যায়। মসজিদে যে কবর দেয়া মোটেই জায়েয নয় এ মর্মে সহীহ হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয়।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়াহুদদের আল্লাহ ধ্বংস করুক ! তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন ঃ

সবচেয়ে হতভাগা তারাই যাদের জীবিত অবস্থায় কেয়ামত হবে। এবং যারা কবরকে মসজিদ বানাবে। (সহীহ্ আবূ-হাতিম)

কবরবাসী আমাদের আহ্বান শুনতে পায় না

মৃত ব্যক্তিগণ মানুষের আহ্বান বা প্রার্থনা শুনতে পান কি ? না, তারা মানুষের প্রার্থনা শুনতে পান না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"*মৃত ব্যক্তিকে তুমি কোন কথা, (কোন আহ্বানই) শুনাতে পারবে না।* (সূরা ঃ নামল-৮০)

যদি মৃত ব্যক্তি (কবরস্থ) আমাদের কথাই শুনতে না পেলেন, এমতাবস্থায় তার কবরের পাশে শিরণি বণ্টন করে ঐ মৃত ব্যক্তির কাছে দু'আর আশা করা যে অন্যায় তা সহজেই বোধগম্য।

তাছাড়া মৃত ব্যক্তি যে সর্ব প্রকার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেন তা নিম্নের হাদীস থেকে বুঝা যায়।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন মানুষ মরে যায়, তখন তার সমস্ত আমলই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমল ব্যতীত। (১) সদকায়ে জারিয়া (অর্থাৎ যে সদকা দ্বারা

সদকা দানকারীর মৃত্যুর পরও মানুষ উপকৃত হতে থাকে। যেমন–রাস্তাঘাট তৈরী করা, মসজিদ, মাদ্‌রাসা প্রভৃতি নির্মাণ করা)। (২) ইল্‌ম যার দ্বারা লোকের উপকার হয়। (অর্থাৎ দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা দেয়া) (৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে। (অর্থাৎ পিতা-মাতার জন্য দু'আ করে ও তাদের জন্য দান খয়রাত করে)। (মুসলিম)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে মৃত্যুর পর সকল মানুষের সমস্ত কর্মক্ষমতাই বন্ধ হয়ে যায়।

কাজেই পৃথিবীতে জীবিত কালে মোল্লা মুন্সিদের কাছে দু'আ নেয়ার মত মনে করে, ঐ মৃত মোল্লা-মুন্সী ও ফকির দরবেশের কাছে দু'আ চাওয়া অন্যায়। আর যদি কেউ মনে করে তারা নিজেরাই আমাদের বিপদে সাহায্য করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই শির্‌ক হবে।

যারা বলে থাকে যদি আল্লাহ তা'আলার ওলীগণ আমাদের আবদার নাই শুনেন, তাহলে ঐ বড় বড় মাযারে ও দরগায় মানুষের এত সমাগম কেন হয় ?

ঐ সব বড় বড় দরগাহ্‌র ফকির দরবেশরা কি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়েও বড় ?

নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং আমাদের চলা ফেরা, উঠা-বসা, মুসলমানের জয়-পরাজয়, মুসলমানের ভাল-মন্দ আমল করা ইত্যাদি কিছুই অবগত নন।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (উম্মতদের উদ্দেশ্য করে) বলেছেন, আমি হাউযে কাউসারের পাড়ে তোমাদের আগেই পৌঁছে তোমাদের অভ্যর্থনা জানাবো, তোমাদেরকে (হাউযে কাউসারের) পানি পান করানোর ব্যবস্থা করব। আমার কাছে যে আসবে–কাউসারের পানি পান করবে। যে একবার পান করবে আর কখনো তার পিপাসা লাগবে না। আর এমন কিছু লোক আমার কাছে আসবে যাদেরকে আমি চিনবো, তারাও আমাকে চিনবেই। কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেয়া হবে না। তাই আমি বলবো তারা তো আমারই লোক, (এদেরকে আমার কাছে

আসতে দাও) উত্তরে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার মৃত্যুর পর তারা আপনার দ্বীনে কত প্রকার নতুন নতুন জিনিস (বিদআত) প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। একথা শুনে আমি বলব, দূর হোক–দূর হোক তারা, যারা আমার পরে আমার দ্বীনের পরিবর্তন করে দিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের মর্মে কিছুই জানতেন না। যদি তিনি তাঁর উম্মতের অবস্থার কথা জানতেন তবে ঐ মানুষগুলোকে জাহান্নামের দিকে যেতে দেখে আশ্চর্য হতেন না। এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাকে এ জবাবও দেয়া হতো না যে, আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কি করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"সমস্ত সত্য আহ্বান একমাত্র তাঁরই জন্য, বস্তুতঃ তাঁকে ছেড়ে অন্য যাদেরকেই তারা আহ্বান করে, তারা তাদের সে আহ্বানে কিছুমাত্রও সাড়া দিতে পারে না। (সূরা ঃ রা'আদ–১৪)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জন্যই কাফির মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন যেন প্রার্থনা এবং যাবতীয় নযর, যবাহ ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই হয়, ঐ মৃত নেক ব্যক্তির জন্য নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত থেকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, যদি ঐ মৃত ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করাও হয়, তবুও তারা কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

"তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডেকে থাক, তারা তোমাদের মতই বান্দা। সুতরাং তাদেরকে ডেকেই দেখ না, তাদের উচিত তোমাদেরকে সাড়া দেয়া, অবশ্য তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক। তাদের কি পা রয়েছে যা দিয়ে তারা হাঁটে? তাদের কি হাত রয়েছে যা দিয়ে তারা কিছু ধরে? তাদের কি চোখ রয়েছে যা দিয়ে তারা দেখে? তাদের কি

কান রয়েছে যা দিয়ে তারা শুনতে পায় ?"

(সূরা ঃ আল-আরাফ–১৯৪-১৯৫)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে, কবরবাসী কারও উপকার তো করতে পারেই না, তারা শুনতে পায় না, দেখতেও পায় না। মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের সব ক্ষমতাই চলে যায়।

কেউ এমন প্রমাণ করতে পারবে কি যে, মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় যেমন শুনতে পেত মৃত্যুর পূর্বে ? বরং পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াত থেকে আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মৃত ব্যক্তি কিছুই শুনতে পায় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

যে ব্যক্তি কবরে পড়ে রয়েছে তাকে আর আপনি শোনাতে পারবেন না। (সূরা ঃ ফাতির-২২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"আপনার সাধ্য নেই যে আপনি মৃত ব্যক্তিকে কিছু শুনাবেন।"

(সূরা ঃ রূম-৫২)

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে-মহান আল্লাহ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেন, আপনার ঐ সমস্ত কাফির মুশরিকদের বুঝা দেয়ার ক্ষমতা নেই, যেমন ক্ষমতা নেই মৃতকে শোনানোর।

উক্ত আয়াত দ্বারাও স্পষ্টই প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি কিছুই শুনতে পায় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডেকে থাকে, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। মরা লাশ যারা জীবিত নয়, তারা এও জানে না যে কখন তাদেরকে তোলা হবে।"

(সূরা ঃ নাহল-২১-২২)

অনেকেরই ধারণা যে নবী ও আল্লাহ তা'আলার ওলীগণ অবশ্যই

তাদের মর্মে সমস্ত খবর রাখেন এবং তারা কবরে জীবিত অবস্থায়ই আছেন। তাদের ধারণা যে কবরস্থ আল্লাহ তা'আলার ওলীগণ তাদের ভাল মন্দে সাহায্য করে থাকেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"(আল্লাহকে) বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ধারণা করছ, তাদের ডেকেই দেখ না, তারা তোমাদের দুঃখ কষ্ট মোটেই দূর করতে সক্ষম নয়, আর কোন ক্ষমতাও ওদের নেই। এরা যাদেরকে ডাকছে, তারা নিজেরাই নিজেদের পালনকর্তার দরবারে পৌঁছানোর উসিলা খুঁজে বেরাচ্ছে, তাদের মধ্যে কে বেশী ঘনিষ্ট হতে পারেআর তাঁরই মেহেরবানী কামনা করছে, তাঁর আযাবকেও ভয় করছে.একথা সত্যি যে আপনার পালনকর্তার আযাব ভয় করার মতই।" (সূরা ঃ ইসরা-৫৬-৫৭)

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

"(হে রসূল) আপনি বলুন ! তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে গুরুত্ব দিচ্ছ, তাদেরকে ডেকেই দেখ না, তারা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে একটি ধূলিকণা পরিমাণ ক্ষমতারও অধিকারী নয়। আর এ দুয়ের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কেউ কিছুমাত্র তাঁর শরীক নয, আর তাদের কেউ তাঁর কিছুমাত্র সহযোগীও নয়। (সূরা ঃ সাবা-২২)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

"যেদিন সবাইকে একত্রে ডাকা হবে, আর সেগুলোকেও ডাকা হবে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে সবের প্রার্থনা করা হচ্ছে, তার পর ওদেরকে বলা হবে ঃ তোমরাই কি আমার এসব বান্দাদের বিভ্রান্ত করেছো, না তারা নিজেরাই গোমরাহ হয়েছিল ? ওরা বলবে ঃ আপনি পবিত্র, মহান, এ কাজ আমাদের সাধ্যে ছিল না যে, আপনাকে বাদ দিয়ে আর কাউকে বন্ধু হিসেবে মেনে নেব। কিন্তু আপনিই তাদেরকে সুখ সম্পদ দান করেছিলেন, তাদের বাপ দাদা পূর্ব পুরুষদেরকেও, এমন কি আপনার কথাও যে তারা ভুলে গেল–আসলে তারা ধ্বংস হবার যোগ্য কওমই ছিল।"

(সূরা ঃ ফুরক্বান–১৭-১৮)

অন্য একটি আয়াত থেকে আরও সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কবরস্থ ব্যক্তিগণ আমাদের কিছুমাত্র উপকার করতে তো পারেই না বরং আমাদের মর্মে তারা কিছুই অবগত নন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"তার চেয়ে বেশী গোমরাহী আর কে-ই বা হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে ডাকছে, সে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দেবে না, আর তাদের দু'আ সম্পর্কে তারা খবরও রাখে না।"

(সূরা ঃ আহকাফ-৫)

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে আরও বলেন ঃ

"আল্লাহ ওযাইর (আঃ)-কে একশ বছর ধরে মৃত অবস্থায় ফেলে রাখলেন, আবার তাকে বাঁচিয়ে তুললেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এভাবে ক'দিন কাটালে ? সে বলল, একদিন কিংবা তার চেয়েও কম সময়। আল্লাহ বললেন, না, বরং তুমি একশ বছর কাটিয়েছ।"

(সূরা ঃ বাকারা-২৫৯)

আল্লাহ তা'আলা ওযাইর (আঃ)-এর কথা এখানে বলেন, যে ওযাইরকে ইহুদীরা আল্লাহ তা'আলার ছেলে বলে থাকে, সে ওযাইর (আঃ) ভুল করে বলেছিলেন আমি একদিন অথবা তার চেয়েও কম সময় এভাবে মরা অবস্থায় পড়েছিলাম। কারণ তিনি নিজেও জানেন না যে কত বছর মৃত অবস্থায় পড়েছিলেন। কাজেই এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যিনি আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা হয়েও নিজেই নিজের ব্যাপারে কিছুই জানেন না, তিনি অন্যের ব্যাপারে কিভাবে জানবেন ?

অনেকের ধারণা যে, সাধারণ কবরবাসী আমাদের মর্মে না জানলেও নবী ও রসূলগণ আমাদের সব খবরই রাখেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুরআন থেকে এও প্রমাণিত হচ্ছে যে, রসূলগণও আমাদের মর্মে কিছুই অবগত নন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলা যে দিন রসূলগণকে একত্রিত করবেন আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কী উত্তর পেয়েছিলে ? তারা বলবেন, আমরা কিছুই জানি না। আপনি অবশ্যই গায়েবের কথা ভাল জানেন।"

(সূরা ঃ মায়িদা–১০৯)

এ ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"(নবী বলবেন) আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমিই তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছি। তারপরে যখন আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিলেন, তখন আপনি (আল্লাহ) তাদের খোঁজ-খবর রেখেছেন। আপনিই সব কিছুর খবর রাখেন।" (সূরা ঃ মায়িদা–১১৭)

যারা মাযারে গিয়ে বলতে থাকে, বাবা পীর সাহেব আমার অমুক আশাটা পূরণ করে দাও, তারা একটুও চিন্তা করে না যে, তাদের এ আবদার ঐ বাবা শুনতে পাচ্ছেন কিনা।

উপরে উল্লিখিত আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মৃত্যুর পর নবী ও আল্লাহ তা'আলার ওলীগণও সমস্ত কর্ম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। অতএব মানুষের বিপদে ও মুসীবতে কবরস্থ ব্যক্তিদের কাছে যে কোন দু'আ ও আবদার করলে তারা সাহায্য তো করতে পারেনই না, বরং তাদেরকে যে আবদার করা হচ্ছে এও তারা জানেন না, শুনেন না, উপলব্ধি করতে পারেন না।

অবশেষে নিম্নলিখিত আরও একটি আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে কবরস্থদের ডাকলে কোনই লাভ হয় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"যদি তোমরা তাদেরকে ডাকো, তবু তারা তোমাদের ডাক শুনবে না। আর যদি শুনেও তবু তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে না।"

(সূরা ঃ ফাতির–১৪)

এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, যাদের কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করব তারা আমাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারে না,

তাই আমরা সর্বাবস্থায় ঐ আসল মালিক আল্লাহ তা'আলার কাছেই সাহায্য কামনা করবো।

নিম্নলিখিত হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয়–

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার কবরকে ঈদের জায়গা বানাইও না (ঈদ বলতে একত্রিত মানুষের সমাবেশ হওয়া যেমন ওরছের সময় হয়ে থাকে) এবং যেখানেই থাক না কেন সেখান থেকেই আমার উপর দরূদ পড়। অবশ্যই তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হয়। (আবূদাউদ)

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ পড়লে তিনি শুনতে পান না। বরং তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন ঃ

নিশ্চয়ই আল্লাহর ফিরিশতা যারা খুব দ্রুত গতিতে আমার কাছে আমার উম্মতের সালাম পৌঁছায়। (নাসাঈ)

উক্ত হাদীস থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং আমাদের দেয়া সালাম শুনতে পান না। ফিরিশতাগণ তা পৌঁছিয়ে থাকেন।

এ ছাড়া এ মর্মে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন ঃ আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পড়, জুমু'আর দিনে এবং জুমু'আর রাতে, নিশ্চয়ই তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। (সুনান)

উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা যা প্রমাণিত হয়ে গেল, এর পরে আর কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, মৃত ব্যক্তিগণ আমাদের আহ্বান কিছুমাত্র শোনার ক্ষমা রাখেন। আর যারা তা শোনার ক্ষমতা রাখেনা, তাদের দ্বারা কবরের ভিতর হতে কোন প্রকার সাহায্য করা বা কোন অলৌকিক কিছু প্রকাশ করার প্রশ্নই হতে পারে না। কারণ মৃত্যুর পর মানুষের এমন আর কোন ক্ষমতাই তাকে না যা দ্বারা তারা দুনিয়াবাসীদের সাথে যোগাযোগ

করতে পারে। কুরআন ও হাদীসের সহীহ্ দলীল উপেক্ষা করেও যদি কেউ মৃত ওলীদের অলৌকিক শক্তির কথা বলে বেড়ায়, তাহলে আমাদের আর করার কি আছে ? আমরা শুধু কুরআন ও হাদীসের কথাই মেনে চলতে বলব। এবং আমাদের আহ্বান না মানলে তাদের প্রতিবাদ করতে বাধ্য হবো। এ প্রতিবাদ সকল মুমিন মুসলমানেরই করা উচিত।

কেননা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

তোমরা মুশরিকদের সাথে মালের দ্বারা, জানের দ্বারা এবং কথার দ্বারা জিহাদ করতে থাক (আবূ দাউদ)

কবরসমূহ পাকা করার মর্মে ইমামগণের অভিমত

১। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মাযহাব ঃ

যাইলাঈ (রঃ) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) কবর পাকা করাকে অপছন্দ করতেন।

কাযী খান বলেন ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) নিষেধ করেছেন কবর পাকা করতে এজন্য যে হাদীসে কবর পাকা করা প্রসেঙ্গ নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

২। ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন, আমি অপছন্দ করি কোন মানুষকে সম্মান করে শেষ পর্যন্ত তার কবরকে মসজিদে পরিণত করাকে, এ জন্যে যে, মানুষ কবরের উপর ফেতনায় (শির্ক-বিদআতে) লিপ্ত হবে।

তিনি আরও বলেন ঃ কবরসমূহকে সমান করে দাও, পাকা করোনা এবং উঁচুও করোনা বরং মাটির সাথে সমান করে দাও।

(মহিউদ্দীন) নববী সর্বাবস্থায় কবর পাকা করাকে কঠোরভাবে হারাম বলেছেন। শারহে মুহায্যাব গ্রন্থে এবং অনুরূপ শারহে মুসলিমের মধ্যেও রয়েছে।

৩। ইমাম মালেক (রঃ) এর মাযহাব ঃ

কুরতুবী (রঃ) বলেন ঃ

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর পাকা করতে, কবরে রং (চুনকাম) করতে নিষেধ করেছেন। (এ জন্যে যে, সে মর্মে) প্রকাশ্যভাবে হাদীসে নিষেধ ঘোষিত হয়েছে।

তিনি বলেন ঃ মালেক (রঃ) অপছন্দ করেছেন কবর পাকা ও রং করাকে।

রাশিদ (রঃ) বলেন ঃ ইমাম মালেক (রঃ) কবর পাকা করা পছন্দ করতেন না এবং কবরের উপর লিখিত পাথর বসানোকে বিদআত বলেছেন।

৪। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রঃ) মাযহাব ঃ

ইবনে কাতাদা (রঃ) বলেন ঃ কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করা বৈধ নয়। কেননা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন ঃ ইয়াহূদ ও নাসারা উপর লানত, কেননা, তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। (বুখারী)

৫। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রঃ) বলেন ঃ

যদি কেউ এক দেশ হতে অন্য দেশের কোন মসজিদে (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) সফর করে অথবা কোন দূর দেশ থেকে মসজিদে কোবাতেও (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) সফর করে, তাহলেও সেটা শরীয়তের পরিপন্থী হবে এবং চার ইমাম ও অন্যান্য আলেমগণও এ মর্মে একমত। [ইবনু তাইমিয়া (রঃ) আরও বলেন ঃ] যদি এ ধরনের সফরে জন্য নযরও মানে তবুও সেটা পূর্ণ করা যাবে না। এ মর্মেও চার ইমাম ও অন্যান্য আলেমগণ একমত।

আলিম ও ফকির দরবেশের মধ্যে পার্থক্য

عَنْ مُعَاوِيَةَ (رَضِ:) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص:) مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ؛

মু'আবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। (বুখারী, মুসলিম)

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকেই ধর্মীয় জ্ঞান দান করেন। কিন্তু এমন তো কুরআন বা হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় না যে, আল্লাহ্ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকেই ফকির কিংবা দরবেশ বানিয়ে দেন। এর কারণ, মানুষের পরকালীন কল্যাণ নির্ভর করে আল্লাহর দ্বীনকে সঠিক ভাবে শিক্ষা করা, বুঝা ও তার উপর যথাযথ আমল করার উপর। যে লোক আল্লাহর দ্বীন শিক্ষা করতে পারবে সেই পারবে আল্লাহর দীনের উপর সঠিকভাবে আমল করতে।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্ন হাদীস থেকে আরও সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, একজন আ'বিদ, অর্থাৎ ফকির দরবেশের তুলনায় একজন আলিমের সম্মান অনেক বেশী।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رَضِ:) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صَ:) مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِىْ مَسْجِدِهٖ- فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَاَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ اَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ- فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ- وَاَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْعِلْمَ وَ يُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ فِيْهِمْ

আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত এক দিন আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে এসে দু'টি দল দেখতে পেলেন. (তন্মধ্যে একটি দল ইল্‌ম শিক্ষা করতে ছিল এবং অন্য দলটি আল্লাহর

যিকির ও দো'আয় লিপ্ত ছিল।) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ উভয় দলই ভাল কাজে লিপ্ত। একটি দল তো আল্লাহর যিকির ও দো'আয় লিপ্ত। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এদের যিকির ও দো'আ কবূল করতেও পারেন—নাও করতে পারেন, আর ঐ দ্বিতীয় দলটি ইল্ম চর্চা করছে এবং মূর্খ লোকদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে সুতরাং এ দলটিই উত্তম. কেননা আমাকে শিক্ষক করে পাঠানো হয়েছে. এই বলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় দলটির সঙ্গেই বসে গেলেন।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্য এক হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় ঃ

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىّ قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (صَ:)
جُلاَنِ اَحَدُهُمْ عَابِدٌ وَالْاَخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَ:)
ـلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ
ـهِ (صَ:) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهٗ وَ اَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى
ـنَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتِ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ
خَيْرَ-

হযরত আবূ উমামা আলবাহেলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে দু ব্যক্তির বিষয় আলোচনা করা হল, যার মধ্যে একজন আবিদ এবং অন্য জন ছিলেন আলিম, (অর্থাৎ প্রশ্ন করা হয়েছিল এদের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে কে উত্তম?) রসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের একজন সাধারণ মুসলমানের তুলনায় আমি স্বয়ং যে মর্যাদার অধিকারী, উক্ত আলিম ব্যক্তি ঐ আবিদ ব্যক্তির তুলনায় অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ স্বয়ং আল্লাহ এবং ফিরিশ্তাগণ ও আসমান যমীনের এমন কি ভূগর্ভস্থ পিপিলিকা ও মাছ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দো'আ করে, যে লোকদেরকে কল্যাণকর কথা শিক্ষা দিতে থাকে।

(তিরমিযি, দারিমী)

হাফিয ইব্নে হাজার আসকালানী (রঃ) "আল এসতিদাদু লিইয়াওমিল মায়াদ" কিতাবে বলেন ঃ যে ব্যক্তি ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হতে

চায়, তার জন্যে নারী অপরিহার্য। যে ব্যক্তি মাল সংগ্রহ করতে চায় তার জন্যে হারাম পথ অবলম্বন করা অপরিহার্য, যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপকারে মত্ত হতে চায়, তার জন্য নিষ্ঠা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি ইবাদতে লিপ্ত হতে চায়, তার জন্যে ইল্‌ম অপরিহার্য।

আল্লামা ইব্‌নে হাজার রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস থেকে বলেন ঃ যে ব্যক্তি পাঁচ ব্যক্তিকে তুচ্ছ মনে করবে সে অপর পাঁচটি বস্তুকে নষ্ট করবে।

১। যে ব্যক্তি ওলামাদের তুচ্ছ মনে করবে, সে দ্বীনকে নষ্ট করবে।

২। যে ব্যক্তি বাদশাহদের তুচ্ছ মনে করবে, সে দুনিয়া হারাবে।

৩। যে ব্যক্তি প্রতিবেশীদের তুচ্ছ মনে করবে, সে উপকার থেকে বঞ্চিত হবে।

৪। যে ব্যক্তি আত্মীয় স্বজনদের তুচ্ছ মনে করবে, সে মহব্বত নষ্ট করবে।

৫। যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী কে তুচ্ছ মনে করবে, সে দুনিয়ার সুখ নষ্ট করবে।

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি দ্বীনীজ্ঞান অন্বেষণে থাকে, জান্নাত তার অপেক্ষায় থাকে।

যদি কেউ আল্লাহ্‌র ওলী হ'তে চায়, তাহলে তাকে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করতেই হবে এবং ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করলে নিজেকে লোক সমাজে প্রকাশ করতেই হবে। কারণ, সেটা তার দায়িত্ব অন্যকে জানিয়ে দেয়া এবং অন্যকে জানাতে গেলে মানুষ তাকে চিনবে, জানবে।

কিন্তু সেই মূর্খ যে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছে এবং লোকের কাছে নিজেকে আল্লাহ্‌র ওলী বলে দাবী করছে, সে যদি আল্লাহ্‌কে খুশীকরার জন্যেই যিকিরে বসে থাকে, তাহলে তার ইবাদতের মর্মে মানুষ কোন দিনই জানতে পারেনা। আর যদি মানুষ জেনেই গেল, তাহলে বুঝা গেল সে মানুষের কাছে তার ইবাদত প্রকাশ করে চলেছে। সে ইবাদত আল্লাহ্ কোন দিনই কবূল করবেনা। কারণ সবারই উচিত নফল ইবাদত অতি গোপনে করা যা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম থেকেই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"তোমরা ডাকবে নিজেদের প্রভুকে নম্রভাবে ও গোপনে, নিশ্চয় সীমালঙ্ঘন কারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না।"

(সূরা ঃ আরাফ-৫৫)

যারা উচুঁ আওয়াজে একত্রিত হয়ে "আল্লাহু" "আল্লাহু" এবং এ ধরনের আরও যিকির করে থাকে তাদের জন্যে উক্ত আয়াতই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার যিকির উচুঁ আওয়াজে করা যাবে না। তাছাড়া রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিভাবে তার সাহাবাগণের সাথে উচুঁ আওয়াজে যিকির করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই যারা একত্রিত হয়ে উচুঁ আওয়াজে যিকির করল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মর্মে উক্ত আয়াতে বলেন ঃ 'নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না।

অনেকেই আবার শুধু 'ইল্লাল্লাহ' বলে উচুঁ আওয়াজে যিকির করে থাকে। কিন্তু 'ইল্লাল্লাহ' শব্দের অর্থ তাদের জানা থাকলে হয়ত এ যিকির তারা করতো না, 'ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া' এখন শুধু "আল্লাহ ছাড়া" বলে চিৎকার করা কি পাগলের কাজ নয়?

উচুঁ আওয়াজে যিকির করার কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া আমরা যে মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকছি তিনি এমন নন যে, মনে মনে ডাকলে তিনি অনেক দূরে বলে শুনতে পাবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তো আসলে অনেক নিকটে এবং তিনি মনের সব কথাই বুঝতে পারেন।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ

নিশ্চয় তোমরা ডাকছ এমন এক সত্ত্বাকে যিনি শুনেন এবং খুবই নিকটবর্তী। আর তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। (মুসলিম)

এ ছাড়াও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ؛

তোমরা বধির অথবা অনুপস্থিতকে ডাকছ না। তোমরা যাকে ডাকছ নিশ্চয়ই তিনি শোনেন এবং নিকটবর্তী (এমন নিকটবর্তী যে), কোন ব্যক্তির আরোহনের জন্তুর ঘাড় অপেক্ষা নিকটবর্তী। (বুখারী, মুসলিম)

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার যিকির উঁচু আওয়াজে করার কোন প্রয়োজন নেই, যেহেতু তিনি সব কিছুই শোনেন এবং অতি নিকটে। কাজেই উক্ত হাদীস ও পিছনের আয়াত দ্বারা উঁচু আওয়াজে যিকির করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ

"তোমরা আল্লাহর যিকির কর (ঐ ভাবে) যেভাবে আল্লাহ্ যিকিরের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।" (সূরাঃ বাকারা-১৯৮)

আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে যিকির করা শিক্ষা দিয়েছেন?

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ؛

"তোমরা প্রতিপালকের যিকির কর, সকাল-সন্ধ্যায়, বিনয় ও নম্রতার সাথে, অনুচ্চস্বরে, মনে মনে, আর তুমি গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সূরাঃ আরাফ-২০৫)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে উঁচু আওয়াজে যিকির করতে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন, বিনয় ও নম্রতার সাথে মনে মনে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করতে হবে।

যারা আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত আয়াতের বিরোধিতা করে হৈহুল্লা করে আল্লাহর যিকির করে, তারা আসলে আল্লাহর বিধানকে অমান্য করে এবং মনগড়া এক পদ্ধতিতে আল্লাহর যিকির আদায় করে। তারা যে আল্লাহ ও রসূলের দৃষ্টিতে বিদআতী এতে কোন সন্দেহ নেই।

পীর ও ওলীগণ কেমন সম্মান পেতে পারেন

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হ'তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সমস্ত মানুষ থেকে বেশী ভালবাসার পাত্র হব।" (বুখারী)

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, যত বড়ই পীর ফকির হোক না কেন, একমাত্র নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য এবং তাঁকে ভালবাসার মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত। তাহলে বুঝা গেল যে, সমস্ত পীর ফকির থেকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে পর্যন্ত বেশী না সম্মান করা যাবে, সে পর্যন্ত ঈমানদার হওয়া যাবে না।

আমরা ফকির দরবেশদের যতটুকুই সম্মান করে থাকি, তারা কি ততটুকু সম্মান পাওয়ার অধিকার রাখেন? এমনও দেখা যায় যে, মুরিদগণ তার পীর ফকিরদের দেখা মাত্র এমনভাবে কাতর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে যে, কোন রাজা বাদশার সামনে দাঁড়ালেও এত নম্রতা প্রকাশ করে না। তাছাড়া মুরিদগণ তাদের সাথে দেখা করতে আসলে হাতে ও পায়ে চুমু খায়, এমনকি তাদের সিজদাও করে থাকে (নাউযুবিল্লাহ)।

সাহাবাগণ কি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ ধরনের সম্মান করতেন? এ মর্মে সহীহ হাদীস থেকে যা প্রমাণিত হয় ঃ

مَا كَانَ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ (ص:) وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ (اَلصَّحَابَةُ) لَمْ يَقُوْمُوْا لَهٗ لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهٖ لِذَالِكَ

"সাহাবাদের কাছে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ'তে অন্য কোন ব্যক্তি অধিক প্রিয় ছিল না। যখন তারা তাঁকে দেখতেন, তখন তাঁর জন্যে দাঁড়াতেন না। এ জন্য যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা পছন্দ করেন না।" (আহমদ, তিরমিযী)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّتَمَثَّلَ النَّاسُ لَهٗ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ

যে লোক এটা চায় যে, মানুষ তার সম্মানে দাঁড়াক সে যেন তার ঠিকানা আগুনে তৈরী করে নেয়। (আহমদ)

সাহাবাগণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁকে আসতে দেখতেন, তখন দাঁড়াতেন না। অনেকে বলে আমরা আমাদের ফকির দরবেশের সম্মানে দাঁড়াই না বরং তাদের কেরামতী ও অলৌকিক শক্তি আছে মনে করে দাঁড়াই। এখন প্রশ্ন হল, সমস্ত ফকির দরবেশের মধ্যে কি এমন কিছু আছে যা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশী? (নাউযুবিল্লাহ) সাহাবাগণ কি আদব সম্মান কম বুঝতেন? এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর জন্যে দাঁড়াতেন না।

অনেক সময় দেখা যায় কোন মজলিসে বড় লোক আসলে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু একটু পরেই অন্য এক দরিদ্র লোক আসাতে আর কেউই দাঁড়ায় না, ফলে ঐ দরিদ্রের মনে কষ্ট অথবা হিংসা হতে পারে। এমনও হতে পারে যে, এ দরিদ্রের সম্মান আল্লাহ তা'আলার কাছে ঐ বড় লোকের চেয়ে অনেক বেশী। তাই তো রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের সম্মান করতে নিষেধ করেছেন। তবে কোন মেহমান অথবা বিদেশ সফর করে ফিরে আসলে তার জন্য দাঁড়ানো ও কোলাকুলি করা বৈধ হবে।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ ছিলেন তাঁর জন্মও পিতা-মাতা হতে। তাই তিনি এমন বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না যে, মানুষ তাঁকে এমন সম্মান করুক যা আল্লাহকে করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র কালামে ঘোষণা করে দিয়েছেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

আপনি বলুন ঃ (হে নবী) আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ।
(সূরা ঃ কাহ্‌ফ-১১০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ-

আপনি সতর্ককারী ব্যতীত আর কিছুই নন। (সূরা ঃ ফাতির-২৩)

এমন সম্মান করা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসার পরিচয় নয়, যা তিনি নিজেই পছন্দ করতেন না। সত্যিকারের ভালবাসার প্রমাণ তখনই হবে যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ ও নিষেধকে মেনে চলবে। আর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুমকে অগ্রাধিকার দিতে গেলেই সমস্ত ভন্ড ফকির দরবেশ ও মাযারের বিরোধিতা করতে বাধ্য হবে। কেননা অত্র বইয়ে যে সমস্ত প্রমাণাদি দেয়া হয়েছে তাতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সমস্ত ফকির দরবেশ ও মাযারের বিপক্ষেই সমস্ত কথা বলে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল ঐ সমস্ত ফকির দরবেশের যে কোন কথাকে আমরা চোখ-মুখ বন্ধ করে, তা শরী'অত সম্মত মনে করে পালন করে থাকি। সে আদেশ আল্লাহ্ ও রসূলের বিধান মত হোক আর নাই হোক। অন্ধ মুরিদগণ ফকির দরবেশদের কথা আল্লাহ ও রসূলের আদেশের মত মনে করেই পালন করে থাকে। মুরিদগণ পীর-ফকিরের আদেশ ও নিষেধগুলো কুরআন ও হাদীস সম্মত কিনা সেগুলোর বিচার-বিবেচনা করে দেখার আদৌ প্রয়োজন বোধ করে না। কোন বিষয়ে তারা ফতওয়া প্রদান করলে, তা অন্ধের মত আমল করা আরম্ভ করে দেয়, কিন্তু এ আমলের পরিণাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ এতে কোন সন্দেহ নেই।

ইসলামের সুন্নাত হচ্ছে, দু'জন মুসলমান যখন সাক্ষাত করবে, তখন সালাম করবে এবং মুসাফাহ্ করবে, কিন্তু কদমবুসি কেন করবে? কদমবুসি করার আদেশ কে দিয়েছে? এ কদমবুসি করার প্রমাণ কি কুরআন থেকে পাওয়া যায়? না কোন হাদীস থেকে? এর রেওয়াজ

কোত্থেকে এলো? কুরআন নয়, হাদীস নয়, কোন ফিকার কিতাবে নয়। অতএব এটি বিদআত ও মুশরিকী কাজ। একজন সম্মানী বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতে অথবা বিদেশগত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতে মুসাফাহা করে কোলাকুলি করতে পারে, কিন্তু তার কদমবুসি কেন করা হয়? আমাদের দেশে পীর ফকিরদের কদমবুসি করা অথবা নতুন বউ তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও অন্যান্য মুরব্বিদের কদমবুসি করা একটি অপরিহার্য কাজ। আর কেনই বা তা করবে না? আমাদের সমাজে কুরআন, হাদীস বা সাহাবাদের আমলের কোন দরকার পড়ে না। বরং পীর ফকিরদের কাছ থেকেই আমল গ্রহণ করা হয়। এখন যদি বলা হয় বুযুর্গ ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান করার জন্যেই কদমবুসি করা হয়, বিশেষ করে যখন নতুন বউ মুরুব্বীদের কদমবুসি না করে, তখন মনে করা হয় এদের তাজীম বলতে কিছু নেই, আর যদি মুরুব্বীদের তাজীমের জন্যেই এ রীতি চালু হয়ে থাকে, তাহলে বলবঃ মুরুব্বীদের তাজীমের ব্যাপারে সুন্নত থেকে যা প্রমাণিত তা নিয়েই কি তাজীম করা উচিত নয়? নিজেদের মনগড়া একটা রীতি চালু করলে, যদি তাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে ভয়ানক খারাবী থাকে, তাহলে এর ফলাফল কি হতে পারে? আর যদি কোন পীর ফকির শরীয়তের বাইরের জিনিসকে শরীয়ত সম্মত বলে চালু করতে চায়, তাহলে তাদের জবাব তারাই দেবে'।

সাহাবা কেরামের নিকট রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে সম্মান ও মর্যাদা ছিল এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সাহাবাগণ যে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন, সে রকম সম্মান অন্য কাউকেই কেউ দিতে পারে না। কিন্তু সেই সাহাবীগণ কি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কদমবুসি করতেন? হাদীস থেকে শুধুমাত্র এতোটুকুই প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীদের কেউ কেউ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত ও কপালে হালকাভাবে চুমু দিয়েছেন, যে রীতি এখনও আরবদের মধ্যে চালু আছে। আর এই চুমুতে ভক্তির চেয়ে

ভালোবাসাই প্রকাশ পায়। আমাদের দেশে যেমন পীর ফকিরদের পা-হাত দিয়ে স্পর্শ করে সে হাত দ্বারা নিজের মুখমন্ডল মলে দেয়ার এক প্রথা চালু হয়েছে তা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এ ধরনের কোন নিয়ম হাদীসে পাওয়া যায় না। এমন কি তাবেঈ ও তাবে তাবেঈনের যুগেও মুসলিম সমাজে এ ধরনের কদমবুসি করার রেওয়াজ দেখা যায়নি। ইসলামের ইতিহাসে এ কদমবুসির কোন নাম নিশানাই পাওয়া যায় না। আর থাকবেই বা কি করে? কারণ, কদমবুসি করার সময় যেমন মহান আল্লাহকে রুকু কিংবা সিজদা করার সময় যে অবস্থা হয়, ঠিক সেই অবস্থায় মানুষ পৌছে যায়। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

তাওহীদের দৃষ্টিতে কদমবুসি এক ভয়াবহ অন্যায় কাজ। রাজা বাদশাহ থেকে নিয়ে যত বড় পীর ফকিরই হোক না কেন আর মুরুব্বীদের মধ্যে তিনি যেই হোন না কেন, তার যে কদমবুসি করতে হবে ইসলামী শরী'অতে এর কোন প্রমাণ নাই। কোথাও কোথাও পীর আর মুরীদের মধ্যে এ কাজ অপরিহার্য, অন্যথায় হুযূরের কাছ থেকে বরকত পাওয়া যাবে না। আর হুযূরের কদমবুসি না করলে তিনি না খোস হবেন। হুযুর এতোই উঁচু মর্যাদার যে, তিনি খুশি না হলে বড় কোন বিপদ এসে যাবে। তাই হুযূরের উপর "টু" শব্দ করাও চরম অন্যায়। আর হুযূর বেজার হলে আল্লাহ তা'আলাও বেজার হবেন। অথচ একমাত্র মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রে এ মর্যাদা ও সম্মান হওয়া উচিত ছিল।

কদমবুসি করাটা যে সিজদা করার মতই একটি কাজ এতে কোন সন্দেহ নেই। আর যে এ কাজ করে এবং যে তাতে রাজী থাকে এবং খুশী হয়, উভয়েই গুনাগার।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা ছেড়ে দিয়ে মদীনায় হিজরত করলেন, তখন মদীনার আনসারগণ কি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কদমবুসি করে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়ে ছিলেন? আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন ঃ

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ (صَ:) الْمَدِيْنَةَ اِنْجَفَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَكُنْتُ فِيْمَنْ اِنْجَفَلَ فَكَانَ اَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَفْشُوا السَّلَامَ؛

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় উপস্থিত হলেন, তখন জনগণ তাঁকে সম্বর্ধনা করার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম, এ সময় আমি তাকে যে কথা সর্ব প্রথম বলতে শুনেছিলাম তা হলো ঃ তোমরা পরস্পরের প্রতি সালাম আদান-প্রদান কর।" (মুসনাদ আহমদ)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের পরস্পরের ভালবাসার তরীকা ছিলো, যখন একে অপরের সাথে দেখা করতেন, পরস্পরকে সালাম দিতেন, মুসাফাহা করতেন। আর যখন কোন মেহমান অথবা তাদের মধ্যে কেউ বিদেশ সফর করে ফিরে আসতেন, তখন তারা পরস্পরে কোলাকুলি করতেন।

কোলাকুলি করার মর্মে বহু হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরমিযী থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে মা আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ

قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (صَ:) فِىْ بَيْتِىْ فَاَتٰى فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَ:) فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ

যাইদ ইব্‌নে হারিস যখন মদীনায় পৌঁছলেন, তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে ছিলেন, যাইদ তাঁর সাথে দেখা করার জন্যে এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকটে গেলেন আর তার সাথে কোলাকুলি করলেন ও চুম্বন দিলেন।

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, একজন ওলী আল্লাহ অথবা সম্মানিত ব্যক্তির সাক্ষাতে তাকে সম্বর্ধনা জানানোর সঠিক নিয়ম হচ্ছে তার সাথে কোলাকুলি করা এবং এর থেকে আর বেশী বাড়াবাড়ি করা মোটেই উচিত নয়।

ফকির ও মুরীদের বিদআ'ত

ইসলামী জীবন বিধানে কেবলমাত্র মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই অনুসরণ করার হুকুম রয়েছে। রসূলের সুন্নাতকেই অনুসরণ করে চলতে হবে। মুসলমানদের জন্য নাজাতের শুধু মাত্র এ একটি পথই রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমানগণ আজ কত রকমের ন্যাংটা ফকির, দরবেশ, আর কত পদের পীর ওলীর অনুসরণ করে মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর এ সুযোগে ঐ সমস্ত ভন্ড পীর-ফকিরেরা কত রকমের বিদআ'ত চালু করছে তা হিসেব করা মুশকিল। প্রায় সকল দরগাহ ও মাযারে বিদআ'ত জমজমাট আকার ধারণ করছে। আর মুরীদ দল অন্ধ অনুসারী হয়ে চলাকেই একমাত্র মুক্তির পথ রূপে বেছে নিয়েছে। আর তারা মনে করছে পীর ওলী বা নেতার নির্দেশ পালন করতে আল্লাহ তা'আলাই হুকুম করেছেন। এতে ভুল ভ্রান্তি হলে পীর ওলীগণই আল্লাহর কাছে জবাব দিবে। অথচ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আব্দুল্লাহ বিন হুযাইফকে নেতা করে একদল সৈন্য পাঠালেন, আর তিনি বললেন, হাদীসের শেষাংশ হচ্ছে।

وَاَمَرَهُمْ اَنْ يُطِيْعُوْهُ فَغَضِبَ قَالَ اَلَيْسَ اَمَرَكُمُ النَّبِىُّ (صَ) اَنْ تُطِيْعُوْنِىْ قَالُوْا: بَلٰى فَاَجْمِعُوْالِىْ حَطَبًا فَجَمَعُوْا فَقَالَ : اَوْقِدُوْا نَارًا فَاَوْقَدَهَا فَقَالَ : اُدْخُلُوْهَا فَهَمُّوْا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُوْلُوْنَ فَرَرْنَا اِلَى النَّبِىِّ (صَ) مِنَ النَّارِ فَمَا زَالُوْا حَتّٰى خَمِدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهٗ فَبَلَغَ النَّبِىَّ (صَ) فَقَالَ : لَوْ دَخَلُوْهَا مَاخَرَجُوْا مِنْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ-

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নেতার হুকুম মেনে চলার নির্দেশ করলেন, (তাদের নেতা কোন কারণে) রাগান্বিত

হলেন। তিনি বললেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদেরকে আমার হুকুম মেনে চলার নির্দেশ দেননি? তারা বললেন হ্যাঁ। তিনি আদেশ করলেন ঃ তাহলে, তোমরা আমার জন্য কিছু জ্বালানীর কাঠ জমা কর। তারা নেতার সামনে কিছু জ্বালানীর কাঠ জমা করলেন। তখন তিনি তাদেরকে আগুন জ্বালাতে বললেন ঃ তারা তখন আগুন জ্বালালো। তখন তাদের নেতা তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা এই আগুনে প্রবেশ কর। সৈনিকগণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পরস্পরকে বাধা দিতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ আমরা তো আগুন থেকে বাঁচার জন্যেই রসূলের কাছে ছুটে গিয়েছি, তাদের ইতস্ততঃ করতে করতেই আগুন নিভে যায়। এবং তাদের নেতার রাগও ঠান্ডা হয়ে যায়। এ সংবাদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছালে তিনি বলেন ঃ যদি তাঁরা ঐ আগুনে প্রবেশ করতো, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত সেখান থেকে বের হতে পারতো না। আসলে নেতার নির্দেশ মানতে হয় ভাল ও ন্যায়সঙ্গত কাজে। (বুখারী)

বর্তমানে মুসলিম সমাজে একদিকে সুন্নাত অপর দিকে বিদআতের জমজমাট চরমভাবে বিরাজ করছে, অথচ মুসলিম জনগণ যে নবীর দাওয়াতকে কবুল করে মুসলমান হয়েছে, সেই মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মনগড়া কোন নীতির অনুসরণ করেননি। তিনি দ্বীনী কাজে কল্পিত কোন বক্তব্য কখনও পেশ করেননি। তিনি ইবাদতের নামে নতুন কোন পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করে সওয়াবের উদ্দেশ্যে আমল করেননি। তবে ওহীর মাধ্যমে যে বিধান নাযিল হয়েছে তিনি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করেছেন।

বর্তমানে মুসলিম সমাজে বহু সুন্নত পরিত্যক্ত হয়েছে ও বহু বিদআ'ত সুন্নতের মতই স্থান লাভ পেয়ে বিস্তৃত হয়ে মুসলিম সমাজকে কলংকিত করেছে।

কোন নতুন কাজকে শরীয়তের কাজ হিসেবে মনে করার নামই বিদআ'ত। অর্থাৎ মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেননি তা বলা এবং তিনি যা করেননি তা করাই হচ্ছে বিদআ'ত। সুতরাং শরীঅতের

বিপরীত কোন আমল করা এবং আল্লাহর ইবাদতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাই হচ্ছে বিদআ'ত। আর যারা এ ধরনের বিদআ'ত করে তারা মনে করে আমরা নেক আমলই করে চলছি।

আল্লাহ তা'আলা এদের মর্মে বলেন ঃ

"اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا"

"যাদের সমুদয় চেষ্টা সাধনাই এ পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে. আর তারা মনে মনে ধারণা করে যে. তারা খুব ভাল ও নেক কাজই করছে।" (সূরা ঃ কাহাফ-১০৪)

বিদআ'ত পন্থীরা দ্বীনের মধ্যে কোন কিছু বৃদ্ধির পর সেটাকেই দ্বীনের মর্যাদা দিয়ে বসে। আর যেহেতু এ কাজকেও দ্বীনী কাজই মনে করা হয়, সে জন্যে এ কাজের ভুল ও আপরাধ তাদের চোখে ধরা পড়ে না।

কোন কাজ বা আমলকে "বিদআ'ত" তখনই বলব যখন বিদআ'তী উক্ত আমলটা কোন শরী'অতের কাজ মনে করবে, অথচ তা শরী'অতের কাজ নয়। অর্থাৎ শরী'অতের মুতাবিক নয় এমন আমলকে শরী'অতের আমল বলে বিশ্বাস করাকেই প্রকৃতপক্ষে বিদআ'ত বলে। মোটকথা শরী'অতের সমর্থনে কোন দলীল নেই এমন কাজ করাকেই বিদআ'ত বলে।

মূলতঃ যাবতীয় আমল ভুল ভিত্তিতে সম্পাদিত হওয়া সত্ত্বেও যারা নিজেদের আমলকে খুব ন্যায় সঙ্গত ও সওয়াবের কাজ মনে করে, তারাই বিদআ'ত পন্থী। তারা যে সব আমল করে, আসলে তা আল্লাহর দেয়া কোন আমল নয়, তা সত্ত্বেও তারা উক্ত আমলকে ভাল আমল বলে মনে করে। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে বিদআ'তের আসল রূপ।

আজকাল মানুষ এমন কিছু কাজকে নেক কাজ বলে মনে করে থাকে, যা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁর সাহাবাগণ থেকে এ সকল কাজের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ (অতিরিক্ত) এমনও

কোন কোন কাজ মানুষদের করতে দেখা যায়, যা কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী তো বটেই। এমনকি কোন ইমামগণের কাছ থেকেও সে মর্মে কোন প্রমাণাদি পাওয়া যায় না।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ

خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص:) خَطًّا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ : هٰذَا سَبِيْلُ اللّٰهِ مُسْتَقِيْمًا وَخَطَّ خُطُوْطًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: هٰذِهِ السُّبُلُ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيْلٌ اِلاَّ عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُوْ اِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَقَوْلَهُ تَعَالٰى : وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ:

"আমাদের জন্যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিজ হাতে একটা দাগ টানলেন। তারপর বললেন ঃ এটা আল্লাহ তা'আলার সোজা রাস্তা। তার ডানে ও বামে আরও দাগ টানলেন এবং বললেন ঃ এ রাস্তাসমূহ যার প্রত্যেকটার মাথায় শয়তান বসে মানুষদেরকে তার দিকে ডাকছে। তারপর কুরআন থেকে তেলাওয়াত করলেন (উক্ত আয়াতের অর্থ) "অবশ্যই এটা আমার সঠিক রাস্তা। তোমরা সেটারই অনুসরণ কর এবং অন্যান্য রাস্তাসমূহের অনুসরণ করো না। তাহলে তারা তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে তাঁর রাস্তা হতে। এর দ্বারা আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।"

(আহমদ, নাসাঈ, হাকিম)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ইচ্ছামত নিজের ফকির দরবেশের পথ অনুসরণ করলেই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সহীহ পথ একটিই তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

যে লোক আমার পরে মরে যাওয়া কোন সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত

করবে, তার জন্যে সে পরিমাণ নেকি রয়েছে, যে পরিমাণ নেকি সে সুন্নাত অনুয়ায়ী আমল করে পাওয়া যাবে। কিন্তু আমলকারীর নেকিতে কিছুমাত্র কম করা হবে না। তেমনিভাবে যে লোক কোন গোমরাহীর বিদআ'ত চালু করে, যাতে আল্লাহ ও তাঁর রসূল মোটেই রাযী নন, তারও পাপ হবে ঐ পরিমাণ যে পরিমাণ, গুণাহ তদানুযায়ী আমল করলে হবে। কিন্তু আমলকারীর গুনাহ থেকে এক বিন্দু কম করা হবে না।

(তিরমিযী, ইবনুমাজাহ)

অবশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ দো'আই করি, তিনি যেন মুসলমানদিগকে শির্ক থেকে বাঁচান।

আল্লাহর মেহেরবানিতে ফকির ও মাযার থেকে সাবধান বইটি ১ম, ২য়, ও ৩য় খন্ড একত্রে প্রকাশিত হওয়ায় তাঁরই দরবারে শুকরিয়া আদায় করে শেষ করছি الحمد لله (আলহামদুলিল্লাহ!)

-ঃ সমাপ্ত ঃ-